পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০১: বিদ্যালয় উন্নয়নে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

ম্যানুয়াল ০১: শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

(প্রশিক্ষক/সহায়কের জন্য)

লেখক

ড. উত্তম কুমার দাশ
ড. দিলরুবা সুলতানা
লিটন দাস
রেজিনা আকতার
তুষার কান্তি বিশ্বাস
মো. দেলোয়ার হোসেন
মো: দুলাল মিয়া
মো. শরীফ উল ইসলাম
নিশাত জাহান জ্যোতি

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-প্রধান সমন্বয়ক

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

সম্পাদক

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক

রেজিনা আকতার
শিক্ষা আফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম সমন্বয়ক

ড. দিলরুবা সুলতানা
সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মুখবন্ধ

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। পরিবর্তীত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সবসময় পরিবর্তণের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। অর্থাৎ শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় করা দরকার। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষক। কিন্তু দেখা যায়, শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচলিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) এর পাশাপাশি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটিও চলমান রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল কাজ হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন করা। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমের যেমন ব্যাপক পরিমার্জন হয়েছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্ড়কেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ) বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অনেকটা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বা অনুশীলনধর্মী। এই প্রশিক্ষণে মোট চারটি মডিউল রয়েছে এবং সেগুলো উন্নয়নের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রথমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল বিবেচনায় নিয়ে মাঠপর্যায় থেকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে। তারপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ, বেড়ু'র বিশেষজ্ঞ, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউআরসি/টিআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী ইন্সট্রাক্টর এবং শিক্ষকদের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সাথে মিল রেখে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কন্টেন্ট নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে সকল পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র বা শিখনস্তম্ভ নির্ধারণ করা হয় এবং শিখনস্তম্ভের সাথে নির্বাচিত প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালায় খসড়া প্রণীত মডিউল ও এর আওতায় ম্যানুয়ালের ওপর আলোচনা হয় এবং সবার মতামতের ভিত্তিতে মডিউল ও ম্যানুয়াল চূড়ান্ত করা হয়।

এই প্রশিক্ষণ মডিউল- 'বিদ্যালয় উন্নয়নে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার' প্রণয়নে ও উন্নয়নে যাঁরা অতি অল্প সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই প্রশিক্ষণ মডিউলের আওতায় 'শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার' ম্যানুয়ালটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রশিক্ষণ মডিউল ও ম্যানুয়াল উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসকল সংস্থা সহযোগিতা করে আসছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি প্রত্যাশা করছি, পরিকল্পিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ভীত বিনির্মিত হবে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সদর্থক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে এ কোর্স তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাংশে পালন করতে পারেনি। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

পরিমার্জিত ডিপিএড প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ও প্রয়োগে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে মডিউলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার' বিষয়ের ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোনও উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মডিউল ও ম্যানুয়ালে আওতায় প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের ওপর প্রভাব পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মডিউল ও ম্যানুয়াল পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউল ও ম্যানুয়ালের অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের বিষয়াদি সংযোজন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ মড্যুল প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানুয়াল পরিচিতি

লিখতে হবে

পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

অধিবেশন সূচি

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	পেশা হিসেবে শিক্ষকতা	৭-১২
২.	শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	
৩.	শিক্ষকমান এবং পেশাগত মূল্যবোধ	১২-১৭
৪.	শিক্ষকের পেশাগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা	৩৪-৪৩
৫.	শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা	৪৩-৫০
৬.	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় ও সুযোগ	৫০-৫৯
৭.	শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতা	৬৭-৭০
৮.	শিক্ষকতা পেশায় সম্পর্ক স্থাপন	৭৫-৭৯
৯.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং শিষ্টাচার ও নৈতিকতা	

ম্যানুয়াল: শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

অধিবেশন ম্যাট্রিক্স

অধিবেশন	শিরোনাম	শিখনফল	কাজ	সহায়ক তথ্য	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ
১.	পেশা হিসেবে শিক্ষকতা	ক.	১.	●	■	●
২.	শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	খ.	২.	●	■	●
৩.	শিক্ষকমান এবং পেশাগত মূল্যবোধ	গ.	৩.	●	■	●
৪.	শিক্ষকের পেশাগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা	ঘ.	৪.	●	■	●
৫.	শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা	ঙ.	৫.	●	■	●
৬.	শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় ও সুযোগ	চ.	৬.	●	■	●
৭.	শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতা	ছ.	৭.	●	■	●
৮.	শিক্ষকতা পেশায় সম্পর্ক স্থাপন	জ.	৮.	●	■	●
৯.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং শিষ্টাচার ও নৈতিকতা	ক. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ধারণা প্রাপ্ত হয়ে তা চর্চা করতে পারবেন; খ. শিষ্টাচার ও নৈতিকতার ধারণা, শিষ্টাচার ও	১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ধারণা এবং এর চর্চা ২. শিষ্টাচার ও নৈতিকতার	● জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	■ কেস-স্টাডি পর্যালোচনা	● মাল্টিমিডিয়া/স্মার্ট বোর্ড

অধিবেশন	শিরোনাম	শিখনফল	কাজ	সহায়ক তথ্য	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ
		নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন; গ. শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী আচরণ অনুশীলন করতে পারবেন।	ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষেত্রসমূহ ৩. শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী আচরণ পর্যালোচনা	• শিষ্টাচার ও নৈতিকতা • শিষ্টাচারের ব্যপ্তি বা ক্ষেত্র	▪ ব্রেইন স্টর্মিং ▪ আলোচনা ▪ প্রশ্নোত্তর	• তথ্যপত্র • পোস্টার পেপার • মার্কার • বোর্ড ও পিন

অধিবেশন ০১	পেশা হিসেবে শিক্ষকতা

সময়: ১:৩০ ঘণ্টা

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শিক্ষকতা পেশার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য/মানদন্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষকতা পেশার প্রতি আবেগ ও অনুভূতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, ।

উপকরণ: ভিডিও, ল্যাপটপ, পিপিটি, হ্যান্ড আউট।

অংশ-ক: শিক্ষকতা পেশার ধারণা ও বৈশিষ্ট/মানদন্ড **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করুন। যেমন:

- বৃত্তি (Occupation) ও পেশার (Profession) মধ্যে পার্থক্য কী?

২. অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৪/৬ জনকে (নারী-পুরুষ এবং নবীন-প্রবীন বিবেচনায় রেখে) তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

৩. এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের চোখ বন্ধ করে 'শিক্ষকতা কি বৃত্তি নাকি পেশা এবং কেন?' সে সম্পর্কে এককভাবে দুই মিনিট ভাবতে বলুন। প্রয়োজনে নোট খাতা ব্যবহার করতে বলুন।

৪. হোয়াইট বোর্ডে নিম্নরূপ ছক এঁকে নিন-

৫. অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে একে একে একটি করে পয়েন্ট নিয়ে পুনরাবৃত্তি না করে বোর্ডে লিখুন।

৬. তথ্য বোর্ডে লেখা হলে পড়ে শোনান এবং প্লেনারিতে আলোচনা করুন।

৭. সহায়ক তথ্যের আলোকে শিক্ষকতা যে একটি পেশা তা ব্যাখ্যা করুন।

পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও মর্যাদা সম্পন্ন কোন বৃত্তিকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান নির্ধারিত সময়ে অর্জন করে সে জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জনের উপায় হচ্ছে পেশা। প্রত্যেক পেশার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট বা মানদন্ড আছে, যা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। শিক্ষকতায় রয়েছে সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ, পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও পেশাগত সংগঠন, সামাজিক স্বীকৃতি এবং ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাস্তবমুখী জ্ঞান। তাই শিক্ষকতা একটি পেশা এবং এটি একটি মহান পেশা।

৮.

৯. সহায়ক তথ্যের আলোকে বৃত্তি ও পেশার ধারণা দিন এবং বৃত্তি ও পেশার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

১০.

১১. অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন-

কোনো বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য যেগুলোকে পেশার মানদন্ড বলা হয়।

১২. অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে বিভক্ত করে নিম্নোক্ত কেসস্টাডি বিতরণ করুন।

কেসস্টাডি

জনাব রমিজ উদ্দিন বাংলা বিষয়ে সম্মান ও এম এ ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষক হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে বিএড ও এমএড ডিগ্রিও অর্জন করেন। যোদানের পরপরই তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং বাংলা বিষয়ের বিষয়গত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সরকারি চাকরির পূর্বে তিনি একটি বেসরকারি বিদ্যালয়েও ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

তিনি তার বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের শ্রেণি উপযোগী যোগ্যতা পরিমাপ করে পর্যায়ক্রমিকভাবে শিক্ষার্থীদের পড়তে শেখা এবং পড়ে শেখায় অভ্যস্ত করে তোলায় নেতৃত্ব দেন। এ কাজে তার প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মীদেরও তিনি সহযোগিতা নেন। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী এখন প্রত্যেকেই যেন একজন স্বাধীন পাঠক। আনন্দের সাথে তারা বিদ্যালয়ে আসে, সকলে মিলে দলীয় কাজে অংশ নেয়, লাইব্রেরিতে গল্পের বই পড়ে। গল্পের সার কথা অলোচনা করে, তর্ক-বিতর্ক করে এবং পারস্পরিকভাবে মতবিনিময় করে। অন্যান্য বিষয় পড়তেও তারা অনন্দে মেতে ওঠে।

তিনি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকলকাজ তিনি দায়িত্ববোধের সাথে করে থাকেন। রমিজ উদ্দিনের কাছে বিদ্যালয়ের সকলকাজ যেন পেশা ও নেশা, যেন মহা সেবার দায়িত্ব। কাজের জবাবদিহিতার কারণে তিনি এলাকার মানুষজনের কাছে অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এভাবে গড়ে তোলার কারণে সকল শ্রেণিতে এসকল শিক্ষার্থীরা উপরের শ্রেণিতে অনেক ভাল রেজাল্ট করে। এলাকায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল পেশার মানুষ তৈরিতে বিদ্যালয়টির ভূমিকা তাপর্যপূর্ণ। এ কারণে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রয়েছে আলাদা মর্যাদা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যেন তাদের বিশেষ কতগুলো মূল্যবোধের কারণে তারা অন্যদের থেকে আলাদা। প্রধান শিক্ষক শিক্ষকতা পেশার মান অনুযায়ী প্রত্যেকে তাদের কর্মকান্ডের মূল্যায়নের মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে। এ বিদ্যালয়টি ও শিক্ষকের রয়েছে আলাদা সামাজিক মর্যাদা।

১৩. কেসস্টাডি পড়া শেষে হলে প্রশ্ন করুন কী কী বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে শিক্ষকতা পেশার?

সম্ভাব্য উত্তর:

- সুশৃঙ্খল জ্ঞান ভান্ডার, বিশেষ কৌশল অর্জন ও প্রয়োগ;
- নির্দিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রম
- পেশাদারী দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা;
- সমাজের স্বীকৃতি, জনকল্যাণমুখী;
- পেশাগত সেবার ফলাফলের পরিমাপযোগ্যতা

১৪. অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন এবং **'পেশার বৈশিষ্ট্য/মানদন্ড'** তথ্যপত্রটি বিতরণ করুন। তথ্যপত্রটি দলগতভাবে পড়তে বলুন। সময় দিন ০৫ মিনিট।

অংশ-খ: শিক্ষকতা পেশার প্রতি আবেগ, অনুভূতি ও আগ্রহ সৃষ্টি **সময়: ৫০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করুন। যেমন:

- আপনি কেন শিক্ষক হয়েছেন?
- বিদ্যালয়ে যোগদানের সময় আপনি কী স্বপ্ন দেখেছিলেন?
- সেই স্বপ্ন কতটা পূরণ হয়েছে?

২. অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৪/৬ জনকে (নারী-পুরুষ এবং নবীন-প্রবীন বিবেচনায় রেখে) তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন। যেকোন কাজে সফলতা অর্জনের জন্য যে স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন তা আলোচনা করুন।

৩. অংশগ্রহণকারীদেরকে সংযুক্ত ভিডিও (A Little Big Master এর অংশবিশেষ) দেখতে আহ্বান করুন। লিংক যুক্ত করতে হবে

৪. ভিডিও দেখা শেষ হলে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি প্রশ্ন করুন। যেমন:

১. উনি কি পেশাদার শিক্ষক? কেন?
২. আমাদের মাঝে কি এমন পেশাদারিত্ব আছে?
৩. আমরা কি এমন শিক্ষক হতে চাই? কীভাবে?

৫. অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৪/৬ জনকে (নারী-পুরুষ এবং নবীন-প্রবীন বিবেচনায় রেখে) তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন। আবেগ, অনুভূতি এবং আন্তরিকতা না থাকলে যে পেশাদার ও আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না তা আলোচনা করুন।

অংশ গ: অধিবেশন সমাপ্তি **সময়: ৫ মিনিট**

নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর আহ্বান করুন-

- পেশার একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
- পেশাদার শিক্ষকের একটি বৈশিষ্ট্য বলুন।

এসাইনমেন্ট:

- আমি কি একজন পেশাদার শিক্ষক? কেন?

'পেশা' বা 'profession' একটি সুপরিচিত শব্দ। সাধারণভাবে জীবনধারণ বা জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পন্থাকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা হলেও সকল জীবিকা নির্বাহের উপায় পেশা নয়। কেননা জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পন্থাকে বলা হয় বৃত্তি বা occupation। কোনো বৃত্তি তখনই পেশার মর্যাদা লাভ করবে যদি তার সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য, পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, পেশাগত সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ, পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ, জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সামাজিক স্বীকৃতি থাকে। এদিক থেকে সকল পেশাকেই বৃত্তি বলা গেলেও সকল বৃত্তিকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা যায় না। যেমন– রিক্সাচালক হচ্ছেন বৃত্তিজীবী এবং ডাক্তার হচ্ছেন পেশাজীবী। সকল পেশারই পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে, যা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।

বৃত্তি

বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'occupation'। বৃত্তি বলতে জীবন ধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকে বুঝানো হয়। যার জন্য উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। যেমন– কুলি, মজুর, রিক্সাচালনা, ঘরের কাজ, গৃহপরিচারিকার কাজ ইত্যাদি হচ্ছে বৃত্তির উদাহরণ। বৃত্তিজীবীরা ইচ্ছে করলেই তার বৃত্তি পরিবর্তন করে অন্য কোনো বৃত্তিতে সম্পৃক্ত হতে পারে। যেমন– একজন সক্ষম ভিক্ষুক ইচ্ছে করলেই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে রিক্সা চালাতে পারে।

পেশা

বাংলা 'পেশা' মূলত একটি ফারসি শব্দ। অন্যদিকে পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Profession'। যার অভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবন ধারণের বিশেষ উপায় (Occupation)। তবে জীবিকা নির্বাহের সকল উপায় বা পন্থা পেশা নয়। যেমন– রিক্সাচালক ও ডাক্তারের কাজ উভয়ই জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও রিক্সচালকের কাজ বৃত্তি এবং ডাক্তারের কাজ পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখার উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারণের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করলে তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং পেশা বলতে বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য, মূল্যবোধ, বিশেষ নীতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝায়, যা সাধারণত জনকল্যাণমুখী এবং পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যে কোনো পেশাকে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়।

পেশা ও বৃত্তির পার্থক্য

পেশা (profession) বলতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান সম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝানো হয়। প্রতিটি পেশার পেশাগত নৈতিক মানদন্ড ও মূল্যবোধ থাকে যেগুলো এক পেশাকে অন্য পেশা হতে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করে। অন্যদিকে, বৃত্তি (occupation) বলতে জীবন নির্বাহের সাধারণ উপায়কে নির্দেশ করে যার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের আবশ্যকতা নেই। সুতরাং পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পেশার জন্য নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। পেশার সামাজিক উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত সংগঠন রয়েছে।

অন্যদিকে বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা নেই। বৃত্তির জন্য পেশাগত সংগঠনের আবশ্যকতা নেই। পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিটি পেশা পরিচালিত হয়। এসব নীতিমালা ও মূল্যবোধ পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ করে তোলে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদন্ড বা মূল্যবোধের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলেও তা পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। পেশার ক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখিতা ও জবাবদিহিতা আবশ্যক। তবে বৃত্তির ক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও জবাবদিহিতা অনুপস্থিত থাকতে পারে। কেননা তা ব্যক্তি নির্ভর হয়ে থাকে। পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সামাজিক স্বীকৃতি; সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন বৃত্তি পেশার মর্যাদা নাও পেতে পারে। কোনো পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই পেশা পরিবর্তন করতে পারে না। অন্যদিকে, বৃত্তি সহজে পরিবর্তন করা যায়। যেমন– একজন প্রকৌশলী ইচ্ছা করলেই চিকিৎসক হতে পারবেন না। কিন্তু একজন দিনমজুর ইচ্ছা করলে রিক্সাচালক হতে পারবেন। পেশার সঙ্গে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি জড়িত হলেও বৃত্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতায় বিষয়টি ততটা মুখ্য বিষয় নয়। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায় যে, "প্রত্যেক পেশাই বৃত্তি, কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তিই পেশা নয়।"

পেশার বৈশিষ্ট্য/মানদন্ড

কোনো বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। কোন বৃত্তি (occupation) পেশার (profession) মর্যাদা অর্জন করেছে কি না তা যেসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়, সেগুলোকে পেশার মানদন্ড বলা হয়।

১. সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি: প্রত্যেকটি পেশারই সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকতে হয়। সে জ্ঞান হবে প্রচারযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য এবং যা অর্জিত, গঠিত ও বিকশিত হয়। পেশাগত সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি পেশাদার ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালনে সক্ষম করে তোলে।

২. বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য: পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান ও যোগ্যতাকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জন আবশ্যক। পেশাদার ব্যক্তির শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দক্ষতা ও নৈপূণ্যতা অর্জন করতে হবে। পেশাদার ব্যক্তির এরূপ দক্ষতা অর্জন ও অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করার নৈপূণ্য একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রμয়ার মধ্যে দিয়ে আসে।

৩. পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা: পেশাগত জ্ঞানকে পেশার উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত দায়িত্ব। পেশাগত দায়িত্বের সাথে পেশাগত জবাবদিহিতা বিষয়টিও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। যেকোন পেশার উন্নয়ন ও বিকাশ যথাযথ পেশাগত দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পৃক্ত।

৪. পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ: পেশা নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা নির্ভর হয়ে থাকে। পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা একটি পেশাকে অপর পেশা থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রদান করে। এছাড়া পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণে এই বৈশিষ্ট্য একান্ত আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় রোগীকে অপ্রয়োজনীয় প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে একজন আইনজীবী বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে একই সঙ্গে উভয়পক্ষকে আইনী সহায়তা দিতে পারেন না।

৫. পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও পেশাগত সংগঠন: পেশাগত নিয়ন্ত্রণ যে কোনো পেশার পেশাগত মর্যাদা লাভের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এক্ষেত্রে বিধি-বিধান ও আইনের মাধ্যমে পেশার অন্তর্ভুক্তি, পেশাগত পরিচিতি, অনুশীলন, শিক্ষা ও

প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা উল্লেখযোগ্য। পেশাগত নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হচ্ছে সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশার সামাজিক উন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ তথা সার্বিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। পেশাগত সংগঠন পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত।

৬. সামাজিক স্বীকৃতি: রাষ্ট্র বা সমাজকর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এই স্বীকৃতি সাধারণত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স অথবা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৭. জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা: জনকল্যাণকে উদ্দেশ্য করে প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তি আয়ের উৎস হিসেবে তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকে। তাই জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমন– চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় জনকল্যাণমুখীতা ও উপাজনশীলতার দিকটি লক্ষণীয়।

৮. ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাস্তবমুখী জ্ঞান: পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান অবশ্যই বাস্তবমুখী ও প্রয়োগ উপযোগী। এছাড়া প্রত্যেক পেশার পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে পর্যায়μমিক ও ধারাবাহিক পটভূমি বিদ্যমান। যার ফলে প্রতিটি পেশার নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইতিহাস গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ডের আলোকে কোনো বৃত্তি বা জীবিকা পেশা কিনা তা নির্ধারণ করা হয়। সেজন্য এগুলোকে পেশার মানদন্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়।

অধিবেশন ০২	শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শিক্ষকতা পেশার মূলকাজ তথা দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করতে পারবেন;

খ. সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের সুনির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : মাইন্ড-ম্যাপিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

উপকরণ : পিপিটি, পোস্টার, মার্কার, মূল শিরোনামের ছক/কার্ড, চার্ট, সহায়ক তথ্য ।

অংশ ক : শিক্ষকতা পেশার মূলকাজ তথা দায়িত্ব ও কর্তব্য **সময়: ৫০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানান এবং কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনি শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে কী কী কাজ সম্পাদন করেন ? ভাবতে বলুন এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীগণকে একটি করে কাজের নাম বলতে বলুন।

৩. হোয়াইট বোর্ডে নিম্নরূপ ছক এঁকে নিন। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তর উক্ত ছকে মাইন্ড-ম্যাপিং কৌশলে লিপিবদ্ধ করুন। এক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি পরিহার করে সকলের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা নিন।

৪. অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে ভাগ হয়ে বসার ব্যবস্থা করুন এবং প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপার ও মার্কার দিন। প্রয়োজনে প্রত্যেক দলে অংশগ্রহণকারীগণের একটি ল্যাপটপ থাকে এমনভাবে দল বিভাজন করুন।

৫. এবার নিচের ছকে প্রদত্ত শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব কর্তব্যসমূহের মূল ক্ষেত্রসমূহ প্রদর্শন করুন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা	সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ পরিচালনা	বিদ্যালয়-পরিবেশ সংরক্ষণ
সমাজ-সম্পৃক্ততা	পেশাগত উন্নয়ন	মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

৬. এবার প্রতিটি দলকে শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব কর্তব্যসমূহের এক একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দিন এবং উক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় /কাজসমূহ পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

৭. প্রত্যেক দলকে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ সম্বলিত পোস্টার প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন স্থানে প্রদর্শন করতে বলুন যেন সকলে তা দেখতে পান।

৮. প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ পোস্টার পেপারের নিকট গিয়ে পোস্টার পেপারে লিখিত শিক্ষকের কাজসমূহ উপস্থাপন করতে বলুন।

৯. সকল দলের উপস্থাপনা শেষে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

অংশ খ: সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের সুনির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সময়:

সেশন পরিকল্পনা লিখতে হবে এবং তথ্যপত্র হিসেবে সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করা হবে।

১. ড়তযতযগাতডদাডডাদডঙয';াদ;যৃদৃিয;দিযদাযঙ;দিযঙযিতিঙযড়াযি

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংশি-ষ্ট আদেশ (সহায়ক তথ্য -১০.১) মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন।

৩. প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ৬টি বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. সকলে শুনতে পান এমনভাবে একজন/দুইজন অংশগ্রহণকারীকে একেকটি ক্ষেত্রের দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ পড়ে শোনাতে বলুন। পড়ার পর সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে আদেশের প্রত্যেকটি দায়িত্ব- কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করুন।

অংশ-গ : শিক্ষকতা পেশার মূলকাজে/ দায়িত্ব কর্তব্যে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করা সময়: ৫০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের দলে বসে দলীয় কাজ করতে আহ্বান করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে প্রত্যেক দলে নিম্নরূপ ছকে কাজ করতে বলুন। প্রয়োজনে নিম্নরূপ উদাহরণ দিন।

ক্রমিক	কাজের নাম	শিক্ষকের করণীয়
১	পাঠ্যপুস্তকের বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়মিত পড়া
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		

২. প্রতিটি দলকে পূর্বের দলীয় কাজে পোস্টার পেপারে লেখা শিক্ষকের কাজসমূহ দলে আলোচনা করতে বলুন এবং উপরূক্ত ছক অনুযায়ী প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

৩. প্রতিটি দলকে ছক অনুযায়ি প্রাপ্ত উত্তর পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন এবং পূর্বের মতো পোস্টার সমূহ শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনপূবক উপস্থাপন করতে বলুন।

৪. প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষকের করণীয় অংশগুলোকে সারসংক্ষেপ করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন। প্রত্যেক দলের কাজ সংরক্ষণ করুন।

অংশ-গ: অধিবেশন সমাপ্তি **সময়: ১০ মিনিট**

১. অধিবেশন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা প্রদানের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন।

ক. শিক্ষকতা পেশার ২টি মূলকাজ বলুন।

খ. এই কাজে আপনার করণীয় উল্লেখ করুন।

২. অধিবেশনটি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের প্রতিফলন শুনুন এবং শিখনফলের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	সহায়ক তথ্য ০২

অংশ ক: শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত

- পাঠ্যপুস্তকের বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণ তৈরি
- পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরণ করে শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যবলি পরিচালনা
- শিক্ষার্থীর পারঙ্গমতা যাচাই করা
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ
-

সমাজ-সম্পৃক্ততা বিষয়ক

- বিদ্যালয় এলাকার শিশু জরিপ
- নিয়মিত উঠান বৈঠক
- শিক্ষার্থীর ঝরেপড়া রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
-

সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত

- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা
-

পেশাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত

- পাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণ
- সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা
-

বিদ্যালয়-পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক

- বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফুলের বাগান করা
- বিদ্যালয় আঙিনায় বনজ ও ফলদ উদ্ভিদ লাগানো
- শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গন পরিচ্ছন্ন রাখায় সহযোগিতা
-

অংশ খ: সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

লিখতে হবে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. প্রধান শিক্ষক স্কুলের যাবতীয় রেকর্ড, রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করবেন।
২. স্কুল এলাকায় স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের বাৎসরিক জরিপের কাজ শিক্ষকমন্ডলী ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করবেন এবং শিশু জরিপের স্থায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।
৩. শিশুদের অভিভাবকবৃন্দকে তাদের সন্তানদের স্কুলে প্রেরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।
৪. শিক্ষকমন্ডলী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে শিশুদের দৈনিক ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।
৫. বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন এবং উহার আলোকে সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন করবেন।
৬. বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অভিভাবক দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৭. সহকারী শিক্ষকদের এক সঙ্গে অনধিক ৩ দিন পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন।
৮. সংশি-ষ্ট সকলকে সরকারি আদেশ ও আইন সম্পর্কে অবহিত করবেন।
৯. স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পদের নিয়মিত সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১০. প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও রিটার্ন নিয়মিত প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথানিয়মে প্রেরণ করবেন।
১১. ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।
১২. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা/বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।
১৩. স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নিমিত্তে সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
১৪. শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন ও উহার কার্যকারিতা নিশ্চিত করবেন।
১৫. সরকার প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরবরাহকৃত দ্রব্য ও সাজ-সরঞ্জামাদি ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে বিতরণ করবেন।
১৬. বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় আঙ্গিনা, উঠান এবং শৌচাগার ইত্যাদির তথা বিদ্যালয় পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন।
১৭. পাঠোন্নতির লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার নিমিত্তে সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে ২টি অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং সিদ্ধান্তসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
১৮. সহকারী শিক্ষকদের এসিআর, ছুটি, বদলিসহ অন্যান্য আবেদনপত্র মন্তব্য সহকারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমীপে প্রেরণ করবেন।
১৯. মাসে অন্ততপক্ষে একবার ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়ন করবেন।

একাডেমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

২০. জাতীয় মানের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারিকুলামের উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের কার্যকর নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন হচ্ছে কি না তা মনিটরিং-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা।

২২. শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা নিশ্চিত করা।

২৩. বিদ্যালয়ের এ্যাসেসমেন্ট ও ইভালুয়েশন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করা।

২৪. শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার জন্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

২৫. শিক্ষার্থীদের উন্নতি অর্জন ত্বরান্বিত করতে অভিভাবক ও কমিউনিটিকে জড়িত করা।

২৬. শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা প্রদানের জন্য রিসোর্স সরবরাহ নিশ্চিত করা।

তত্ত্বাবধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

২৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা।

২৮. সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

২৯. নিয়মিত প্রতিদিন লিখিতভাবে অন্ততঃ দুই জন শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৩০. পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সহকারী শিক্ষকগণ দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহ করেছেন কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

৩১. সহকারী শিক্ষকগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছেন কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

৩২. নিয়মিত পাক্ষিক সভায় সকল পর্যবেক্ষণ উত্থাপণ করে আলোচনা করবেন ও সম্মিলিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৩৩. বিদ্যালয় পাঠাগারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩৪. সরকার ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ক্যাশবুক ও স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

৩৫. স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল তৈরি করে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নিকট নিয়মিতভাবে দাখিল করবেন।

৩৬. বিভিন্ন সময়ে সরকার/অধিদপ্তর/উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।

ক্লাস্টার ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩৭. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং এর দিন, তারিখ এবং বিষয় শিক্ষকদের যথাসময়ে জানিয়ে দিবেন। সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং অনুষ্ঠানের জন্য সবরকম আয়োজন সম্পন্ন করবেন। যেমনঃ বসার জায়গা, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।

৩৮. প্রশিক্ষণের দিন প্রধান শিক্ষক নিজে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

৩৯. প্রশিক্ষণের দিন সাধারণত শিক্ষকদের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাবে না।

বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪০. এসএমসি এবং শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন নিশ্চিত করবেন।

৪১. এসএমসি-এর সহায়তা নিয়ে পরিকল্পনা কমিটি গঠন করবেন।

৪২. শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

৪৩. স্থানীয় জনগণকে পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৪৪. পরিকল্পনায় যে বাজেট থাকবে তার কিয়দংশ অর্থায়নের জন্য তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৪৫. সঠিকভাবে খরচের ভাউচার তৈরি করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৪৬. পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের প্রেক্ষিতে খরচের বিবরণী তৈরি করবেন ও ভাউচারসহ উপজেলা অফিসে প্রেরণ করবেন।

৪৭. উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করবেন (সকল শিক্ষক একটি টিম হিসেবে কাজ করবে)।

তথ্যসূত্রঃ

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, লিডারশীপ প্রশিক্ষণ মডিউল, ২০২৩

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, একাডেমিক তত্ত্বাবধান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ২০১৯

অধিবেশন ০৩	শিক্ষকমান এবং পেশাগত মূল্যবোধ

সময়: ১:৩০ ঘণ্টা

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শিক্ষকমান কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকমান ও সূচক শনাক্ত করতে পারবেন।

গ. শিক্ষকমান অর্জনের উপায় নির্ধারণ ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবেন।

অধিবেশনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, কেস স্টাডি

উপকরণ: শিক্ষকমানের তালিকা, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া

অংশ ক: শিক্ষকমানের ধারণা **সময়: ১৫ মিনিট**

১. শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে তার একজন প্রিয় শিক্ষকের কথা মনে করতে বলুন।

২. নিচের প্রশ্নসমূহ শ্রেণিকক্ষে পিপিটিতে প্রদর্শন করুন/বোর্ডে লিখে দিন।

- আপনার প্রিয় শিক্ষক কেন অন্যান্য শিক্ষক থেকে পেশাগত দিক থেকে আলাদা ছিলেন?
- আপনার প্রিয় শিক্ষকের পেশাগত কোন গুণাবলি আপনাকে আকর্ষণ করে?
- একজন আদর্শ শিক্ষকের কোন দক্ষতাগুলি থাকা আবশ্যক?

৩. অংশগ্রহণকারীগণকে ১০ মিনিট সময় দিন এবং পাশের জনের সাথে আলোচনা করে উপরূক্ত প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর তৈরি করতে বলুন ।

৪. প্রত্যেক জোড়া অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্নসমূহের উত্তর বড়দলে শেয়ার করতে বলুন।

৫. অংশগ্রহণকারীগণের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর প্রদান করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অংশ-খ: শিক্ষকমান ও সূচক **সময়: ৫৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে বিভক্ত করুন।

২. সহায়ক তথ্য-৩.১ এ প্রদেয় শিক্ষকমানসমূহকে মূল ক্ষেত্র অনুযায়ী ৩টি ভাগে ভাগ করুন-

পার্ট ১: ক্ষেত্র- পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি

পার্ট ২: ক্ষেত্র- পেশাগত অনুশীলন

পার্ট ৩: ক্ষেত্র- পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন

৩. দল ১ ও ২ কে 'পার্ট ১: ক্ষেত্র- পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি', দল ৩ ও ৪ কে 'পার্ট ২: ক্ষেত্র- পেশাগত অনুশীলন' এবং দল ৫ ও ৬ কে 'পার্ট ৩: ক্ষেত্র- পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন' প্রদান করুন।

৪. উপরূক্ত বিভাজন অনুযায়ী দলসমূহকে যার যার অংশ মনোযোগ সহকারে পড়তে বলুন। পঠনের জন্য ২৫ সময় প্রদান করুন।

৫. দলগতভাবে পঠন শেষে প্রতিটি দলকে শিক্ষকমানের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখিত শিখনের ক্ষেত্র, জ্ঞান, শিক্ষক যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সূচকসমূহ সম্পর্কে দলীয় মতামত/প্রতিফলন বড়দলে শেয়ার করতে বলুন।

৬. সকল দলের শেয়ারিং শেষে অংশগ্রহণকারীগণের কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর প্রদান করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অংশ-গ: শিক্ষকমান অর্জনের উপায় **সময়: ১৫ মিনিট**

১.অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে বিভক্ত করুন। প্রতিটি দলে শিক্ষকমান সম্পর্কিত নিম্নোক্ত কেস-স্টাডি প্রদান করুন।

কেস-স্টাডি

পুলুম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শেখ শামছুর রহমান অত্যন্ত দক্ষ ও মেধাবী। তিনি এ বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসার পর অনুভব করলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কাঙ্খিত পর্যায়ের নয়। তিনি সকল শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ করে দেখলেন সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তিনি শিক্ষক, এসএমসি এবং এলাকার শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে একটি সভা করলেন এবং সভায় বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের কর্মপন্থা নির্ধারণ করলেন। প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ের আগে সকল শিক্ষকের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। বছরের শুরুতেই তিনি সকল শিক্ষকের সহযোগিতায় বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শ্রেণি রুটিন অনুমোদন করেন। দৈনিক সমাবেশে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিত নিশ্চিত করা হয়। পাঠ পরিকল্পনার জন্য তারা কারিকুলাম, শিক্ষক সংস্করণ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহযোগিতা নেন। তিনি খুব সন্তর্পণে শিক্ষকগণের শ্রেণিপাঠদান পর্যবেক্ষণ করে শিখন-শেখানো কার্যাবলীতে কোন ঘাটতি পেলে তিনি নিজে বা বিদ্যালয়ের দক্ষ কোন শিক্ষককের সাথে আলোচনা করে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করেন। শিশুদের প্রতি তিনি সবসময়ই সদয় ও বন্ধুবৎসল। বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে নিয়মিত বই ও পত্রিকা নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার চর্চার সুযোগ তৈরি করা হয়। তিনি শিক্ষার্থীদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি এলামনাই এসোসিয়েশন গড়ে তুলেছেন যারা বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে থাকে। তার উপজেলার প্রশাসনিক প্রধান প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বিদ্যালয়টিকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেন এবং বিদ্যালয়টিকে মেধা, দক্ষতা ও বিবেক তৈরির কারখানা হিসেবে অভিহিত করেন। বিদ্যালয়টি নিয়ে এলাকাবাসী গর্ব করেন।

২. কেসটি মনোযোগ সহকারে পড়তে বলুন এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নোটশিটে লিখতে অনুরোধ করুন। ২০ মিনিট সময় দিন।

- পুলুম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মধ্যে কোন কোন দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়?
- বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক কীভাবে তার সহকর্মীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকেন?
- শিক্ষকমান অর্জনের উপায়সমূহ কি কি?

৩. লেখা শেষ হলে প্রতিদল থেকে তা উপস্থাপন করতে অনুরোধ করুন এবং শিক্ষকমানসমূহ অর্জনের উপায়সমূহ সম্পর্কে অন্য দলসমূহের মতামত শুনুন এবং প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করুন।

৪. দলীয় উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণকে সহায়ক তথ্য ৩.৪ এ উল্লেখিত শিক্ষকমান অর্জনের উপায়সমূহ পড়তে বলুন এবং পূর্বের দলীয় কাজে তাঁরা শিক্ষকমান অর্জনের যে উপায়সমূহ নির্ধারণ করেছিলেন তার সাথে সহায়ক তথ্য ৩.৪ এ উল্লেখিত শিক্ষকমান অর্জনের উপায়সমূহ কতটা সাদৃশপূর্ণ বা বৈসাদৃশপূর্ণ তা নিরূপন করতে বলুন।

৫. প্রতিটি দলকে শিক্ষকমান অর্জনের উপায়সমূহের (দলীয় কাজ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষকমান অর্জনের উপায়সমূহ এবং সহায়ক তথ্য ৩.৪ এ উল্লেখিত শিক্ষকমান অর্জনের উপায়সমূহ) একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করতে বলুন।

অংশ-ঘঃ অধিবেশন সমাপ্তি **সময়ঃ ৫ মিনিট**

১.অংশগ্রহণকারীগণকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষকমানের নাম ও তা অর্জনের উপায় লিখতে বলুন।

২. দুজন অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষকমানের নাম ও তা অর্জনের উপায়সমূহ শুনুন।

৩. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

শিক্ষকমান ও পেশাগত মূল্যবোধ	সহায়ক তথ্য ০৩

শিক্ষকমান হলো শিক্ষকের পেশাগত পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কিছু আদর্শের (Standard) সমন্বয়, যার মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষকের পারদর্শিতার অবস্থা/মাত্রা যাচাই করা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিখনের ৩টি ক্ষেত্রের (পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন) আলোকে মোট ২৩টি শিক্ষকমান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষকমানের জন্য শিক্ষক যোগ্যতা ও পরিমাপের জন্য পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষকমান:

ক্ষেত্র: পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি

শিখনের ক্ষেত্র	মান	শিক্ষক যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
(ক) বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান:	১. প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদর্শন করতে পারেন।	১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে যথাযথ, এবং পারস্পর্য বজায় রেখে পাঠপরিকল্পনা করার যোগ্যতা। ২. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করার যোগ্যতা। ৩. শ্রেণীতে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা। ৪. শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক যেকোন প্রশ্ন সার্থকভাবে উত্তর দেয়ার যোগ্যতা। ৫. ছোট ছোট শিশুদের খেলা অনুসন্ধিৎসা ছোট ছোট পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং ভাষা কীভাবে পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে রুপান্তরিত হয় তা উপলব্ধির যোগ্যতা। ৬. বয়স অনুসারে গল্প বলা, ছড়া, আবৃত্তি, গান, বই পড়া এবং খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ সৃষ্টি যোগ্যতা।	১. পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ২. পাঠদানকালে শিক্ষক আত্মবিশ্বাসের সাথে সঠিক বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করেন। ৩. শিখন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার উদাহরণ দিয়ে দেখান (সঠিক বানান, নির্ভুল হিসাব-নিকাস) ৪. যেভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানের প্রকরণে রুপান্তরিত হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে প্রদত্ত ফিডব্যাকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে (কাঠের ব্লকের তুলনা সম্পর্কিত শিশুদের ধারণা ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পরিমাপ বিষয়ে চিন্তাকে উদ্দিপীত করে। ৫. শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধ্যাণ-ধারনা সৃষ্টিতে শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সম্পর্কিত করা যায় (যেমন একজন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক অবলোকন করেন)।
(খ) শিক্ষাদান	১. শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং	১. শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অথবা মিথষ্ক্রিয়ারমাধ্যমে শিক্ষাদান সহ বিভিন্ন	১. যেকোন দিনে পাঠ চলাকালীন সময় বিশদশিক্ষাদান কৌশল/কার্যক্রম

শিখনের ক্ষেত্র	মান	শিক্ষক যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
পদ্ধতি সম্পর্কেধারণা	শিখন ফল ওশিক্ষার্থীদের জন্যযথাযথ বিভিন্নপ্রকার শিক্ষাদানকৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণাপ্রদর্শন করেন।	ধরণের শিক্ষাদান কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা। ২. যেমন প্রযোজ্য তেমনভাবে শিখনশেখানো কাজে প্রযুক্তির (আইসিটিসহ) ব্যবহার করার দক্ষতা। ৩. শিক্ষার্থীদের বোধগম্য ভাষা ব্যবহারকরার দক্ষতা। ৪. শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে শিখনেরসাথে যুক্ত করে পাঠপরিকল্পনা এবং উপস্থাপনার দক্ষতা। ৫. শিক্ষার্থীরা যে ধরণের ভুল করে এবং শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলো আয়ত্ব করতে পারে তা জানেন এবং তাদের বোধগম্যতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের যোগ্যতা। ৬. যেকোন শ্রেণিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভিন্ন এক বা একাধিক শিক্ষার্থী থাকে যাদের একীভূত করার দক্ষতা। ৭. এক বিষয়ের শিখন অন্য বিষয়ের কাজে ব্যবহার (যেমন গাণিতিক ভাষা পাঠ অনুশীলন) করার বিষয়ে পাঠ-পরিকল্পনা করার দক্ষতা।	পরিকল্পিত এবং প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ২. পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য ভুল ধারণা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ৩. শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৪. শিক্ষার্থীদের তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে এমন প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিখন লাভে সহায়তা করেন এবং এমনভাবে তথ্য প্রদান করেন যাতে তারা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। ৫. শিক্ষক এবং ছাত্র, ছাত্র এবং ছাত্রের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রায়ই দেখা যায়। ৬. সকল ছাত্রই পাঠে অথবা পাঠ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকে। ৭. যেসব শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভিন্ন অথবা দল থেকে আলাদা তাদের চিহ্নিত করতে পারেন এবং এমন ক্ষেত্রে একীভূত করার কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। ৮. শিক্ষার্থীরা আনন্দিত এবং আগ্রহান্বিত রয়েছে। ৯. সমন্বিত শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা যায়।
(গ) শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা	১. প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা এবং শিখন ফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন।	১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং কাঠামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ২. প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিখন ফল এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও শিখন ফল সম্পর্কে পূর্ণ পরিচিতি। ৩. জাতীয় পরীক্ষাসহ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পরিচিতি। ৪. প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের	১. শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখনফল অনুসারে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। ২. পরিকল্পিত শিখন যোগ্যতা সফলভাবে অর্জিত হয়। ৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা তাদের কাঙ্খিতশিখন ফল অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নতি পরিদৃশ্যমান। ৪. শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতার রেকর্ড জাতীয় ফলাফলপ্রতিফলিত

শিখনের ক্ষেত্র	মান	শিক্ষক যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
		মূল্যায়ন ও মূল্যায়নের হাতিয়ার সম্পর্কের পরিচিতি।	করে।
(ঘ) শিশু সম্পর্কিত ধারণা	১. শিশুদের শিখন এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত প্রধানতত্ত্বগুলো সম্পর্কে এবং কীভাবে শিশুদেরকে ভালভাবে সহায়তা দেয়া যায় সেসম্পর্কে বাস্তবমুখি সচেতনতা প্রদর্শ করেন। ২. প্রত্যেক শিশুকে ভালভাবে জানেন।	১. এমনভাবে পাঠ এবং শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং উপস্থাপন করেন যাতে নিম্নলিখিত দিকগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়: ● শিশুদের শিখনের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এবং তাদের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা। ● ভাষা এবং মিথষ্ক্রিয়া। ● ঝুঁকি গ্রহণ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান। ● বিভিন্ন বয়সি শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উপলব্ধি। ● শিশুদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি। ● শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ। ● শিক্ষার্থীদের চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ। ● সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং কাজ। ● ছেলে এবং মেয়ে শিশুদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক, দৃষ্টিগত, জাতিগত, ভাষাগতদিক বিবেচনা করা। ২. প্রত্যেক শিশুর আগ্রহ অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পূর্ব সাফল্য, পারিবারিক অবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক কৃষ্টিগত প্রভাব সম্পর্কে ভালভাবে জানেন এবং তার শিখনের সাথে এসব কিছুর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন।	১. নিম্নলিখিত দিক বিবেচনা করে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম এবং পাঠ-পরিকল্পনা করেন: ● শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি বিবেচনায় নিয়ে পাঠদান শুরু করা। ● পারস্পরিক আলোচনা এবং ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার। ● সব ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের যাচাই করার সুযোগ দান। ● শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ফিডব্যাক প্রদান যাতে তারা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেনা। ২. (ক) শিক্ষার্থীর সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে থাকেন। বিশেষ করে যখন তাকে যখন কোনো কাজ দেয়া হয়। (খ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিচয় নিয়ে সহকর্মীদের সাথে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য পেশাজীবির সাথে আলোচনা করেন। (গ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশে রেকর্ড রাখেন। (ঘ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন এবং তার ক্রমান্বয়ে উন্নতি অবনতি সম্পর্কে তার বাবা-মা অথবা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করেন।
(ঙ) আইন - কানুন সম্পর্কে ধারণা	১. প্রচলিত আইন কানুন ও বিধিগত, বাধ্যবাদকতা এবং এর বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট	১. (ক) চাকুরির বিভিন্ন শর্ত এবং বিধি সম্পর্কে ভালভাবে পরিচিত এবং সব ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কিত আইনগুলো মেনে চলেন। (খ) সহকর্মীদের সাথে চাকুরি বিধি এবং অন্যান্য আইন-কানুন পালন সম্পর্কে আলোচনা করেন।	১. সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত চাকুরিবিধিসহ অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করেন।

শিখনের ক্ষেত্র	মান	শিক্ষক যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
	সকলের সাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি প্রদর্শন করেন।		

ক্ষেত্র : পেশাগত অনুশীলন

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
(ক) পরিকল্পনা প্রনয়ণ	১.শিক্ষার্থীরা কার্যকরভাবে শিখন লাভ করতে পারে। এমনভাবে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং ধরে রাখা ও সক্রিয় করার কৌশলযুক্তপাঠ পরিকল্পনা প্রনয়ণ।	১. নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে সুস্পষ্ট পাঠ পরিকল্পনা/শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন যা নিম্নলিখিত দিকগুলো প্রদর্শন করে: ● প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফলকে প্রাধান্য প্রদান। ● শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ধরে রাখতে পারে এমন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চিন্তা এবং সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। ● সকল ছাত্রের পরিবার এবং সামাজিক জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠদান। ● কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন ফল মূল্যায়ন। ● শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, সামাজিক অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সকল ছাত্রের শিখন চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ● কার্যকর, কার্যক্রম এবং শিখন ফল চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।	১.(ক) সকল পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। (খ) শিখনফল, পাঠ্যাংশ, শিখন-শেখানো কাজ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত। (গ) বিষয়/শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিখনফল নির্ধারণ। (ঘ) শিক্ষার্থী পূর্বের মূল্যায়ন ফলাফলের সাথে সম্পর্ক রেখে শিখনফল এবং কার্যক্রম নির্ধারণ। (ঙ) শিখন-শেখানো কাজ পাঠ-কাঠামো এবং বিষয় যথাযথ এবং বৈচিত্রপূর্ণ (যেমন শিখন শেখানো কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রেণিভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, ব্যবহারিক কাজ ছোট দলে অথবা জোড়ায় পড়া এবং লেখার কাজ ইত্যাদি। (চ) শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের শিখনকে প্রাধান্য দান এবং যেখানে সম্ভব সেখানে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে উৎসাহ দান। (ছ) প্রধান প্রধান শিক্ষাদান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো মূল্য দিয়ে থাকেন। (জ) পরিকল্পিত শিখন শেখানো কাজ একটি সমন্বিত শিখন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। (ঝ) পরিকল্পনায় সব ধরনের

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
			উপকরণের ব্যবহারসহ অন্যান্য দিক গুলো বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়। (ঞ) মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ এবং বৈচিত্রপূর্ণ (যেমন মৌখিক প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ, লিখিত কাজ ইত্যাদি)। (চ) সকল ধর্মের শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখন শেখানো কাজের সাথে জড়িত থাকে।
(খ) প্রত্যাশা	১. সকল শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক উচ্চাশা প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকে চাহিদা এবং কৃষ্টিগত ঐতিহ্যকে সম্মান করেন ও মূল্য দিয়ে থাকেন।	১. (ক) সকল শিশু এমনকি ঘনিষ্ঠতম শিশুও তার সাথে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে, এমন বিশ্বাস পোষণ করে। (খ) যেকোনো সামাজিক অথবা কৃষ্টিগত পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের ওপর গভীর আস্থা এবং উচ্চাশা প্রকাশ করে থাকে। (গ) সকল শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক এবং যুক্তিসংগতভাবে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেন। (ঘ) শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করে থাকেন যে, তা সকল শিশুর সামাজিক এবং কৃষ্টিগত পটভূমিতে ধারণ করে এবং এর ফলে তারা সবচেয়ে ভালভাবে শেখে ও সকলের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্ত এমন মনোভাব পোষণ করে।	১. (ক) শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যাতে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। (খ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, কৃষ্টিগত এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতার দিকগুলো সঠিকভাবে শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়। (গ) সকল শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে যে, শিক্ষকের তাদের সম্পর্কে অতি উচ্চাশা বর্তমান এবং সেইমতো তারা কাজ করে থাকে। (ঘ) শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যেকোনো আলোচনার সময় বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষে প্রকাশিত শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করেন। (ঙ) শ্রেণীকক্ষে যে সকল কার্যক্রম পরিকল্পিত তা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের সাথে মিলে যায়।
(গ) যোগাযোগ দক্ষতা	১. শিক্ষার্থীদের শিখন ফল শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তু তাদের সকলের নিকট স্পষ্ট হয় এমনভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান	১. (ক) প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠদান প্রক্রিয়া এবং শিখনফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান। (খ) শিক্ষার্থীদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে বয়সকে বিবেচনায় রেখে সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) তুলনামূলকভাবে বয়স্ক শিশুদের সাথে তাদের কাঙ্খিত শিখন সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) শিক্ষকের প্রতি সকল ছাত্রের গভীর	১. (ক) যেকোনো কাজ এবং পাঠের ভূমিকা যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত অবধানযোগ্য এবং সুপ্রদর্শিত। (খ) শিক্ষক যখন কথা বলে থাকেন সকল ছাত্রের মনোযোগ তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তার কথা শুনতে তারা আগ্রহবোধ করে। (গ) শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে কোনো একটি পাঠে তাদের কী করতে হবে এবং নিম্ন পর্যায়ের শ্রেণিগুলোতে

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
	করে থাকেন।	মনোযোগ বজায় থাকে। (ঙ) শ্রবণযোগ্য এবং সঠিকভাবে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে থাকেন। (চ) ব্ল্যাকবোর্ডসহ অন্যান্য প্রদর্শিত উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার করে থাকেন।	শিক্ষার্থীরা জানে তাদের কী শিখতে হবে।
	২. শিখনে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার দক্ষতাএবং আলোচনাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেন	২. (ক) পাঠ এবং শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনায় প্রশ্ন করাকে গুরুত্ব দেন। (খ) সাধারণভাবে পুরো ক্লাসকে প্রশ্ন না করে একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করে থাকেন। (গ) সকল ছাত্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন। (ঘ) কোনো বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন, প্রশ্ন আহবান করেন এবং উত্তর দিয়ে থাকেন। (ঙ) শিক্ষার্থীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং উত্তর দেয়ার পূর্বে শিক্ষাথীদের চিন্তা করার সুযোগ দেন। (চ) শিক্ষার্থীদের ভুল অথবা অচিন্তনীয় উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন। (ছ) প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য মাথায় রাখেন। (জ) শিক্ষার্থীদের উচ্চ পর্যায়ের চিন্তা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করেন। (ঝ) শিক্ষার্থীদের তাদের জ্ঞান ও মতামত বিনিময়ের সুযোগ দানের জন্য বিভিন্ন আলোচনা অথবা পর্যালোচনা করে থাকেন। (ঞ) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন।	২. (ক) পাঠ-পরিকল্পনায় প্রশ্ন করার সুযোগ এবং প্রশ্নের উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়। (খ) শিক্ষককে প্রায়ই শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলতে দেখা যায়। (গ) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কথা প্রাধান্য পায় না। (ঘ) প্রধানত একজন শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়। (ঙ) পুরো শ্রেণিতে উত্তর দেওয়া এবং হ্যা অথবা না-বোধক উত্তর দেওয়ার বিষয়টি কচিৎ ঘটে থাকে। (চ) সকল ছাত্রকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। (ছ) শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য প্রশ্নের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। (জ) কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। (ঝ) শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধান্বিত হয় না। (ঞ) শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্ন করে থাকে এবং উত্তর প্রদান করা হয় যথেষ্ট সমীহ করে। (ট) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা হয় যাতে তারা কোনো তথ্য স্মরণ করতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে, মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং অনুমান করতে পারে। (ঠ) শ্রেণিকক্ষে আলোচনা সকল ছাত্রের আগ্রহ ধরে রাখে এবং অংশ

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
			গ্রহণ নিশ্চিত করে। (ড) শিক্ষকের প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় শিক্ষার্থীর উপলব্ধিকে পরীক্ষা করা যার ফলে শিক্ষার্থী চিন্তা করতে বাধ্য হয় (শুধুমাত্র পুণরুক্তি না করে অথবা উপলব্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিত না করে)।
(ঘ) শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা	১. সকল শিক্ষাথীর অংশগ্রহণে সহায়ক, উদ্দেশ্যপূর্ণ, ইতিবাচক, নিরাপদ এবং সমতার ভিত্তিতে শিখণ পরিবেশ বজায় রাখেন।	১. (ক) আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ এমনভাবে স্থাপন করেন যাতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা স্বচ্ছন্দ্য এবং শিখন নিশ্চিত করা যায়। (খ) শিখন শেখানোর কাজে চাহিদার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো আসবাবপত্র পুণ:সজ্জিতকরণ করেন (যেমন জোড়ায় অথবা দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয় অথবা আলোচনার ক্ষেত্রে) । (গ) শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা, শিখন এবং সৃষ্টিশীলতা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের নানাকাজ যেমন আঁকা ছবি, লেখা কবিতা, গল্প ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শিত হয়।	১. (ক) শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস এমনভাবে করা হয় ● যেন তা সকল ছাত্রের চাহিদা পূরণ করে বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল চাহিদা বিবেচনা করা হয়। ● সকল ছাত্র স্বচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। ● সকল ছাত্রের লেখার জন্য যথেষ্ট জায়গা এবং সুবিধা থাকে। ● সকল শিক্ষার্থী শিক্ষককে স্পষ্টভাবে শুনতে এবং দেখতে পারে। ● কোনো শিক্ষার্থী যখন একা একা কাজ করে তখন শিক্ষক যেন তাকে সাহায্য করতে পারেন। (খ) সকল শিক্ষার্থীর কাজ বিশেষ করে তাদের আঁকা ছবি শ্রেণিকক্ষে সকল সময় অথবা বিভিন্ন সময় প্রদর্শিত হয়ে থাকে। (গ) সঠিকভাবে এবং পরিষ্কারভাবে দর্শনযোগ্য উপকরণ (যেমন ছবি, যেকোনো লেখা, মানচিত্র, শব্দ, বর্ণচার্ট ইত্যাদি) প্রদর্শিত হয়ে থাকে।
	২. বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব ইতিবাচক এবং সমতাভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ	১. (ক) শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কাজগুলো সকলকে ব্যস্ত রাখে এবং সকলের সামর্থ পরীক্ষা করে। (খ) উল্লিখিত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, তারা এ কাজগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করে। তবে সেগুলো তাদের কাছে ততটা	১. (ক) শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং তাদের সামর্থকে পরীক্ষা করে এমন শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যাপৃত করেন। (খ) প্রায় সমস্ত সময় ধরে শিক্ষার্থীদের শিখণ শেখানো কাজে ব্যস্ত রাখেন। (গ) যখন যেমন প্রয়োজন হয়

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
	ব্যবস্থাপনার ব্যবহার করেন।	সহজ নয়। (গ) সময়ের কার্যকর ব্যবহার করেন। যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সময় পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করেন। (ঙ) শিক্ষার্থীদের তাদের শ্রেণিকক্ষের কাজ সফলভাবে করে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করার	তেমনভাবে শিক্ষার্থীদের একাকি দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণিগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ ভাগ করে দেন। (ঘ) প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার প্রচুর সুযোগ দেয়া হয় এবং কোনো কিছু পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়া হয়। (ঙ) শিক্ষার্থীরা সফলভাবে তাদের প্রদত্ত এ্যাসাইনমেন্ট সমাপ্ত করে থাকে। (চ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নানাভাবে সহায়তা করেন। যেমন প্রশ্নের মাধ্যমে, যাতে তারা শিখতে পাওে এবং সফল হয়। তবে এর সাথে সাথে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হয়। (ছ) কার্যকরভাবে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষক পাঠ্য-পুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি এবং উপকরণ ব্যবহার করেন। (জ) শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত এবং দলীয় উপকরণ যেমন খেলাধূলা, ওয়ার্কশিট, ওয়ার্কবুক, পাঠের জন্য বই ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন লাভ করে।
	৩. শিক্ষাথীদের সাথে ইতিবাচক এবং সম্মানসূচক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কৌশলের ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকেন।	১. (ক) শিক্ষক নিজে ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করে ইতিবাচক করতে উদ্বুদ্ধ করেন। (খ) শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, বিশ্বাসী এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। (গ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদান করেন।	১.(ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখণ সম্পর্কিত কাজ এবং আচরণ সম্পর্কে অতি উচ্চাশা পোষণ করেন। (খ) শিক্ষার্থীদের তাদের ভাল কাজ এবং আচরণের জন্য প্রায়ই প্রশংসা করে থাকে। (গ) যোগ্য ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রশংসা করা হয় (যেমন, কোনো কাজে শুধু একটি দিকের জন্য অথবা কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে)।
চ) উপকরণ ব্যবহার	১. সমতাভিত্তিক এবং কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি	১.নিম্নলিখিত উপকরণগুলো সাধারণভাবে ব্যবহার করেন: ●পাঠ্য-পুস্তক,	১. (ক) জ্ঞান এবং উপলব্ধি সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন।

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
	করার জন্য যথাযথ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন শিক্ষাউপকরণ নির্বাচন এবং ব্যবহার করেন।	●পোস্টার, মানচিত্র এবং অন্যান্য দৃশ্যমান উপকরণ, ●সব ধরণের পড়ার বই, ●খেল-ধূলার উপকরণ, ● এ্যাবাকাসসহ গণণার জন্য অন্যান্য উপকরণ, সকল শিক্ষার্থীর শিখন সহায়তার জন্য পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য যেমন, বিভিন্ন ধরণের খেলার পুতুল, বিভিন্ন ধরনের ব্লক, সংখ্যা, বর্ণ চিহ্নিত ব্লক এবং অন্যান্য শ্রেণির উপযুক্ত সহ-পাঠক্রমিক উপকরণ নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	(খ) যথাযথ উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের শিখন এবং উপলব্ধি বৃদ্ধি পায় বলে তা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন। (গ) শিক্ষা উপকরণ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার হয়। (ঘ) শিক্ষার্থীরাও যথাযথভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে শিখন উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। (ঙ) সকল লাকসই উপকরণ পূর্ব পরিকল্পিত হওয়ার ফলে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়।
	১. শিক্ষক সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষা উপকরণনিজেই তৈরি করেন।	১. (ক) সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদির সাহায্যে নিম্নলিখিত সাধারণ উপকরণগুলো তৈরি করেন। ● স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যেমন তেতুলবীজ, মার্বেল, ছোলা ইত্যাদির সাহায্যে গণনা, ● শিক্ষার্থী, শিক্ষকের আঁকা ছবি অথবা প্রত্রিকা, ম্যাগাজিন অথবা বইয়ে আঁকা ছবি, ফটোকপি করা, ● স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত গল্পের/পড়ার বই, (খ) উপরোল্লিখিত উপকরণগুলো পরিকল্পিত ও নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	১. (ক) কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট শিখন শেখানো কাজে ব্যবহারের জন্য শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে উপকরণ তৈরি করে থাকেন। (খ) সকল উপকরণ শিখন উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। (গ) উপযুক্ত ও যথাযথ শিক্ষা উপকরণ এবং উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন এবং উপলব্দি বৃদ্ধি পায়। (ঘ) শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, পাঠ-পরিকল্পনা উল্লিখিত থাকে এবং সে পরিকল্পনা মতো ব্যবহৃত হয়। (ঙ) নিম্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যখন যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে তাদের চিন্তা/কল্পনাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।
	২. শিখনকে সহায়তা দেয়ার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি (যেমন মোবাইল ফোন) যথাযথভাবে ব্যবহার করা	১. (ক) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি চিহ্নিত করা হয়। (খ) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি পরিকল্পিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ অন্যান্য শ্রেণিতে শিখনকে উপযুক্তভাবে সহায়তা দিতে ব্যবহার করা হয়।	১. (ক) শিক্ষক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয় তা জানেন। এছাড়া কীভাবে ব্যবহার করলে শিখণকে সঠিকভাবে সহায়তা দেয়া যাবে সে সম্পর্কে পুন:সচেতন। (খ) এরূপ প্রযুক্তির ব্যবহার পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লেখ করা থাকে এবং সে

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
	হয়।		পরিকল্পনা মতে ব্যবহার করা হয়। (গ) শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় (যেমন কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান করতে পারে অথবা তার কোনো ধারণা উপস্থাপন করতে পারে)। (ঘ) শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করতে পারে এবং তা থেকে তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। (ঙ) প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রধান লক্ষ্য থাকে শিখন শেখানো কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন লাভের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন।
(ছ) মূল্যায়ন	১. যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল পরিকল্পন ব্যবহার করেন।	১. (ক) পাঠ-পরিকল্পনায় এবং শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত শিখনফল কার্যকরভাবে মূল্যায়নের জন্য যথাযথ কৌশল চিহ্নিত করেন। (খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করেন। (গ) একটি পাঠের সময় একজন শিক্ষার্থীও অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করে তার চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করেন।	১. (ক) প্রতিটি পাঠ-পরিকল্পনার সাথে বিবৃত শিখনফল অনুসারে মূল্যায়ন কৌশল উল্লিখিত থাকে। (খ) পাঠ-পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়। (গ) শিক্ষার্থীর চাহিদ অনুসারে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষক বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন।
	২. শিক্ষার্থীদের যথাযথ সময়ে মৌখিক এবং লিখিত ফিডব্যাক প্রদান করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীকে পুণ:ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন।	১. (ক) শুধুমাত্র ভুল সংশোধনের মাধ্যমে অথবা জানার ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক পূরণের মাধ্যমে নয় বরং শিক্ষাথীকে সামগ্রিকভাবে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পুন:নির্মাণে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। (খ) শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃত অগ্রগতি উপলব্ধি করার জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনা করেন এবং সুযোগমতো তা ব্যবহার করেন।	১. (ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন, পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং গঠনমূলকভাবে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। (খ) শিক্ষার্থীর প্রতিটি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শিক্ষক একাকী, দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণিকে প্রশ্ন করেন। (গ) শিক্ষার্থীকে আরও শিখনের জন্য প্রেষণা দিতে এবং ইতিবাচক অনুভূতির

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
		(গ) শিখন অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের এবং প্রয়োজনমতো প্রশ্ন করেন। (ঘ) শিক্ষার্থীদের এমন প্রশ্ন করেন যা তাদের চিন্তার উদ্রেগ করে (বিবৃত বিষয়ের পুনরুক্তি না করে)। (ঙ) শিখনে আবেগ, আচরণ এবং প্রেষণা ভূমিকা গভীরভাবে উপলব্ধি করে মূল্যায়ন করে থাকেন। (চ) শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণা পাকাপোক্ত করেন। (ছ) প্রদত্ত ফিডব্যাক হয় ইতিবাচক এবং কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। (জ) লিখিতভাবে অথবা মৌখিকভাবে যেভাবেই ফিডব্যাক দেয়া হোক না কেন তা সবসময় চিন্তার উদ্রেগ করে। (ঝ) যদি কোনো শিখন শেখানো কাজ কাঙ্খিত শিখনফল লাভে ব্যর্থ হয় তখন একাকী এবং দলীয়ভাবে শিখন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (ঞ) শিক্ষক জানেন কখন সহায়তা প্রদান করতে হয় এবং কখন তা প্রদান করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। (ট) মূল্যায়ন কখনই শিখনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।	সৃষ্টি করে এমনভাবে ফিডব্যাক প্রদান করেন। (ঘ) কোনো শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহায়তা দানের মাধ্যমে শিক্ষক কাজটি শেষ করেননা বরং তার শিখন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বারবার তার কাছে ফিরে আসে। (ঙ) শিক্ষার্থীর কাজে অথবা কথা বলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করেন। (চ) সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষক মূল্যায়নের গ্রেডিং প্রদান করেন। (ছ) শিক্ষক মৌখিকভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে এমনভাবে শিক্ষার্থীকে চ্যালেঞ্জ করেন যে সে কোনো বিষয়ে তথ্য লাভের কাজে ব্যাপৃত না থেকে বরং আরও গভীরতর বিষয় অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। (জ) শিক্ষার্থীর লিখিত কাজে শিক্ষকের মন্তব্যতাকে আরও চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। (ঝ) যদি কোনো শিখন শিক্ষার্থীর নিকট কঠিন প্রতিভাত হয় তখন শিক্ষক তাকে বিশেষ ধরনের কাজ প্রদানের মাধ্যমে শিখনের নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং জ্ঞান আয়ত্ব করতে সহায়তা করে।
	৩. মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আহরিত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থীর শিখন	১. (ক) সঠিক সময়ে গাঠনিক মূল্যায়ন পরিকল্পিত এবং অনুষ্ঠিত হয়। (খ) মূল্যায়নের কাজগুলো এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর "পুনরায় মনে করার বিষয়টি পরীক্ষিত হয় না বরং তার সৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তাশক্তিকেও পরীক্ষা করা হয়"। (গ) সমগ্র শ্রেণিভিত্তিক এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন	১. (ক) সামষ্টিক পরীক্ষা শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়না বরং তা বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে যেমন স্বাধীনভাবে লিখতে দেয়া, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিভিত্তিক আলোচনা, মৌখিক প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সমন্বয় গৃহীত হয়। (খ) শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পরিষ্কার এবং স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।

শিখনের ক্ষেত্র	মান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
	উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেন।	রেকর্ডসহ শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি এবং চাহিদার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।	(গ) পাঠ-পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে বিবেচনায় নেয়া হয়।

ক্ষেত্রঃ পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন

শিখনের ক্ষেত্র	মান:	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
(ক) সমতার প্রতি অঙ্গীকার	১. প্রত্যেক শিশুর মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ মাত্রায় বিকাশের অধিকারসহ একীভূত শিক্ষা ন্যায়পরায়ণতা এবং সমতার প্রতি অঙ্গীকার, শিক্ষকের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।	১. (ক) প্রত্যেক শিশুর যেমন রয়েছে জ্ঞান ও দক্ষতা তেমনি আছে আগ্রহ এবং সক্রিয়তা, সে সম্পর্কে শিক্ষকের পরিপূর্ণ উপলব্ধি। (খ) লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি,ভাষা, বর্ণ, দৈহিক অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিশুর চাহিদা সঠিকভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে পূরণ করেন। (গ) প্রত্যেক শিশুর ব্যাক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থেকে প্রত্যেকের সাথে পেশাগত এবং ইতিবাচক সম্পর্ক রক্ষা করেন। (ঘ) কৃষ্টিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পার্থক্যগুলোকে নেতিবাচক হিসাবে না নিয়ে বরং এ পার্থক্যকে শক্তি হিসেবে বিশ্বাস করে।	১. (ক) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে ইতিবাচকভাবে মেলামেশা করেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন। (খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যাক্তিগত বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানেন এবং সে জ্ঞান শিখনের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। (গ) সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ থাকে। (ঘ) সামাজিক, কৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, ধর্মীয়, জাতীয়, ভাষাগত এবং আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিশু সামাজিকভাবে এবং তাদের শিখনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। (ঙ) শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুর পরিচিতি কোন না কোনভাবে প্রকাশ পায়।
(খ) চিন্তা অনুশীলন এবং পেশাগত উন্নয়ন	১. সমগ্র শিক্ষতার জীবনে পেশাগত উন্নয়নের প্রতি এবং সক্রিয়ভাবে চিন্তা অনুশীলনের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।	১. (ক) শিক্ষাদান দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং তা সময়সময় আধুনিকায়নের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। (খ) নিজেদের শিক্ষাদানের পারদর্শিতা এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে চিন্তা ভাবনা করে থাকে। (গ) শিক্ষাদানে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সহকর্মী এবং পেশাজীবিদের	১. (ক) প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদের পেশা উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন। (খ) বিভিন্ন জার্নাল, পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে শিক্ষকের তার পেশা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাত্যহিকভাবে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনাতেও এরূপ চিন্তা ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। (গ) শিক্ষক যেকোন ইতিবাচক ফিডব্যাক গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করে থাকেন।

		পরামর্শ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে থাকেন।	
(গ) স্থানীয় জনগণের সাথে অংশগ্রহণ	১. মা-বাবা অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণের সাথে কার্যকরভাবে বিদ্যালয় উন্নয়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সজাগ।	১. (ক) বিদ্যালয় এবং স্থানীয় জনগণ সকলের সাথে ইতিবাচক এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে সক্রিয় হয়ে থাকেন এবং সকলকে সমানভাবে বিচার করেন। (খ) পরিবার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষকের পর্যাপ্ত ধারণা পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং উপকরণ সংগ্রহে কাজে লাগানো হয়।	১. (ক) শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদের মা-বাবার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। (খ) শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন। (গ) প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি হওয়ার সময় থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপন করেন। (ঘ) শিক্ষক প্রয়োজনে লিখিতভাবে মা বাবার সাথে তাদের সন্তান সম্পর্কে যোগাযোগ করে থাকেন। (ঙ) শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীর গৃহ পরিদর্শন করেন। (চ) পাঠ-পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণ অথবা পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।
(ঘ) সহকর্মীদের সাথে সহযোগীতা	১. দলীয় সদস্য হিসেবে সহকর্মীদের কাজ করে থাকেন।	১. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা সমর্থন দান করেন যেমন : ● সম্পদ বিনিময়; ● কার্যকর অনুশীলনের জন্যধারণা/অভিজ্ঞতা বিনিময়; ● পরস্পরের চিন্তা ভাবনায় প্রভাব রাখা।	১. (ক) সহকর্মীদের চমৎকার সম্পর্ক উপভোগ করে থাকেন। (খ) যেকোন ধরনের দ্বন্দ এড়িয়ে চলেন এবং এরূপ কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করেন। (গ) আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে পরস্পরের শিক্ষাদান, দক্ষতায় উৎকর্ষতা সাধনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকেন।

শিক্ষকমান অর্জনের উপায়

- আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে নিজের শিক্ষকমানের কোন ঘাটতি রয়েছে কিনা তা যাচাই করে উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণ।
- ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা।
- সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে শিক্ষকমানের কোন ঘাটতি রয়েছে কিনা তা যাচাই করা।
- ঘাটতি পূরণের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনা করা।
- শিক্ষকমান অর্জনে লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
- কিছ দিন পর পর অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।
- যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ হয়নি তা সহকর্মীদের সাথে আলোচনা তার কারণ চিহ্নিত করা
- চিহ্নিত কারণগুলোর আলোকে পুনরায় কর্মপরিকল্পনা করা।

তথ্যসূত্রঃ

১. নেপ (প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা, ডিপিএড, পেশাগত শিক্ষা), ২০১৯

২. নেপ (প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা, ডিপিএড, ডিপিএড মূল্যায়ন নির্দেশিকা),২০১৫

অধিবেশন ০৪	শিক্ষকের পেশাগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা

সময়: ১:৩০ ঘণ্টা

শিখনফল: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

ক. শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার উপায় নির্ধারণ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রদর্শন, আলোচনা,

উপকরণ : ভিডিও, পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র, ল্যাপটপ, পিপিটি স্লাইড।

অংশ ক: বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব এবং পেশার প্রতি শিক্ষকের অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব

সময়: ৩০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করুন। যেমন:

- বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব বলতে কী বোঝায়?
- শিক্ষকতা পেশায় অঙ্গীকার (Commitment) ও দায়বদ্ধতা (Accountability) বলতে কী বুঝি?
- অঙ্গীকার (Commitment) ও দায়বদ্ধতার (Accountability) মধ্যে পার্থক্য কী?
- তারপর নিচের উদাহরণ দিয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করার পরিবেশ তৈরি করুন।

> উদাহরণঃ জনাব রাহুল এবং জনাব পীযূষ একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিন্তু দুজনের মধ্যে পেশাগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। জনাব রাহুল পাঠদানের সময় ভীষণ আন্তরিক, তাঁর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা বেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পাঠদান শেষে তিনি প্রধান শিক্ষকের অনুমতি না নিয়েই বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়ি চলে যান। অপরদিকে জনাব পীযূষ জনাব রাহুলের মত পাঠদানে এতটা আন্তরিক নন, শিক্ষার্থীদের বেশি সময় ধরে পাঠে মনোযোগী রাখতে পারেন না। তবে তিনি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করেন, নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন এবং বিদ্যালয় ত্যাগের পূর্বে প্রধান শিক্ষককে জানান।

- উপরোক্ত প্রশ্নগুলো এবং উদাহরণটি বোর্ডে লিখুন অথবা পিপিটিতে প্রদর্শন করে রাখুন।
- ৪/৫ জন অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে উপরুক্ত উদাহরণের আলোকে প্রশ্নসমূহের উত্তর শুনুন।

২. উক্ত উদাহরণ থেকে অংশগ্রহণকারীদের ভাবনাগুলো অর্থাৎ তারা কোন কোন অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা মেনে চলছেন কিংবা ঘাটতি রয়েছে তা ভিপকার্ড কিংবা নোটবুকে লিখতে বলুন।

৩. অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৪/৬ জনকে (নারী-পুরুষ এবং নবীন-প্রবীন বিবেচনায় রেখে) তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

৪. সহায়ত তথ্য ৫.১ ও ৫.২ এর আলোকে শিক্ষকের বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট পেশাদারিত্ব এবং শিক্ষকের অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৫. গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে

অংশ খ: বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব ও অ ঙ্গীকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ **সময়: ৩০ মিনিট**

১. সব প্রতিষ্ঠানের পেশাতেই পেশাদারিত্ব ও অঙ্গিকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র থাকে। এবার সকলের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নটি করুন এবং প্রত্যেকের মতামত খাতায় লিখতে বলুন।
   - বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ কী কী?

২. ৪/৫ জন অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে মতামত শুনুন।

৩. এবার অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করে একজন দলনেতা নির্বাচন করুন। পূর্বেই প্রস্তুত করা 'বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার' সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের (সহায়ক তথ্য ৫.৩ অনুযায়ি) চিরকুট থেকে ১টি করে চিরকুট নিতে বলুন।

৪. প্রতিটি দলকে স্ব স্ব চিরকুট অনুযায়ি 'বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব ও অঙ্গিকার' সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ নিজ নিজ দলে পড়তে বলুন এবং উক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকের কী কী দায়বদ্ধতা থাকতে পারে তা পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

৫. দলীয় কাজ শেষ হলে প্রতিটি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং দলীয় কাজের পোস্টার পেপার শ্রেণিকক্ষে সংরক্ষণ করুন।

অংশ গ: পেশাদার শিক্ষক এবং পেশার প্রতি শিক্ষককে অঙ্গীকারাবদ্ধ ও দায়বদ্ধ হওয়ার উপায় সময়: ২৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণের আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করুন। যেমন:
   - আপনার পেশার প্রতি আপনার অঙ্গীকার কী?
   - আপনার পেশার প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা কী?

২. অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৪/৬ জনকে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

৩. অনুভূতি প্রকাশের পর কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন। যেমন:
   - আমি কি একজন পেশাদার, অঙ্গীকারবদ্ধ এবং দায়বদ্ধ শিক্ষক?
   - কয়জন নিজেকে পেশাদার, অঙ্গীকারবদ্ধ এবং দায়বদ্ধ শিক্ষক ভাবছেন স্বপক্ষে বলুন।
   - ২/৩ মিনিট সময় দিন এবং ৪/৫ জন অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে তাদের মতামত শুনুন।

৪. অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের অধিবেশনের মতো পূর্বের ৬টি দলে বসতে বলুন এবং পূর্বের দলীয় কাজে পোস্টারে লিখিত শিক্ষকের দায়বদ্ধতার আলোকে পেশাদার শিক্ষক, পেশার প্রতি শিক্ষকের অঙ্গীকারাবদ্ধ ও দায়বদ্ধ হওয়ার উপায় পোস্টারে লিখতে বলুন।

৫. ১০ মিনিট সময় দিন এবং দলীয় কাজ শেষে দলীয় উপস্থাপনা শুনুন।

৬. সকল দলের উপস্থাপনা শেষ হলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অংশ ঘ: অধিবেশন সমাপ্তি **সময়: ৫ মিনিট**

কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীদের মূল্যায়ন করুন:

- শিক্ষকটা পেশার প্রতি ১টি দায়বদ্ধতা বলুন
- শিক্ষকতা পেশার প্রতি ১টি অঙ্গীকার বলুন
- আমি কীভাবে একজন দায়বদ্ধ ও অঙ্গীকারবদ্ধ শিক্ষক হতে পারি?

শিক্ষকের পেশাগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা	সহায়ক তথ্য ০৪

অংশ ক: বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব (Professionalism) হচ্ছে এমন মনোভাব, যা একজন শিক্ষককে তার পাঠদান কার্যক্রম ছাড়াও বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ দায়িত্বসমূহ সুচারুভাবে পালন করতে হয়। আর একাজগুলো পালন করার মাধ্যমে একজন শিক্ষক নিজেকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। একজন শিক্ষকের বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার হচ্ছে-

- শিক্ষকতা পেশার দায়িত্বগুলো বোঝা এবং এগুলোর প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা।
- শিক্ষার্থীর শিখনের উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা, যা তার প্রধান দায়িত্ব।
- শিক্ষার্থী, সহকর্মী, ও স্কুল কমিউনিটির সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে সবসময় খুব উচু ধরনের পেশাগত আচরণ করার চেষ্টা করা।
- শিক্ষার দর্শনটি খুব ভালোভাবে বোঝা।
- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার যে পেশাগত দায়বদ্ধতা আছে তা বোঝা।
- এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকতা কাজ পরিচালনা করা যে, প্রতিটি শিশুরই শেখার ক্ষমতা আছে এবং তাদের সমানভাবে বিচার করতে হয়।
- প্রতিটি শিশুর ভিন্নতাকে বোঝা এবং গুরুত্ব দেয়া।
- শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাসংক্রান্ত যে কোন পরিবর্তনে অবদান রাখা।
- শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, মানবিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সৃজনশীল, নান্দনিক এবং আবেগিক বিকাশে একজন সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখা।
- শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলোর গুরুত্ব দেয়া।
- নিজ শিখনের উন্নয়নে আগ্রহ ও সচেতন থাকা।
- শিখন শেখানোর পরিকল্পনা করা এবং তা পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে করা।
- বিভিন্ন ধরণের মূল্যায়ন কার্য পরিচালনা করা।
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে দক্ষ হওয়া।
- শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সহকর্মীর সাথে আত্ববিশ্বাস, বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতার সাথে আচরণ করা।
- শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সহকর্মী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ইতিবাচক যোগাযোগ রাখা।
- বিদ্যালযের ভৌত অবকাঠামো ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- বিদ্যালয়ের সকল তথ্য সম্পর্কে ধারণা রাখা।

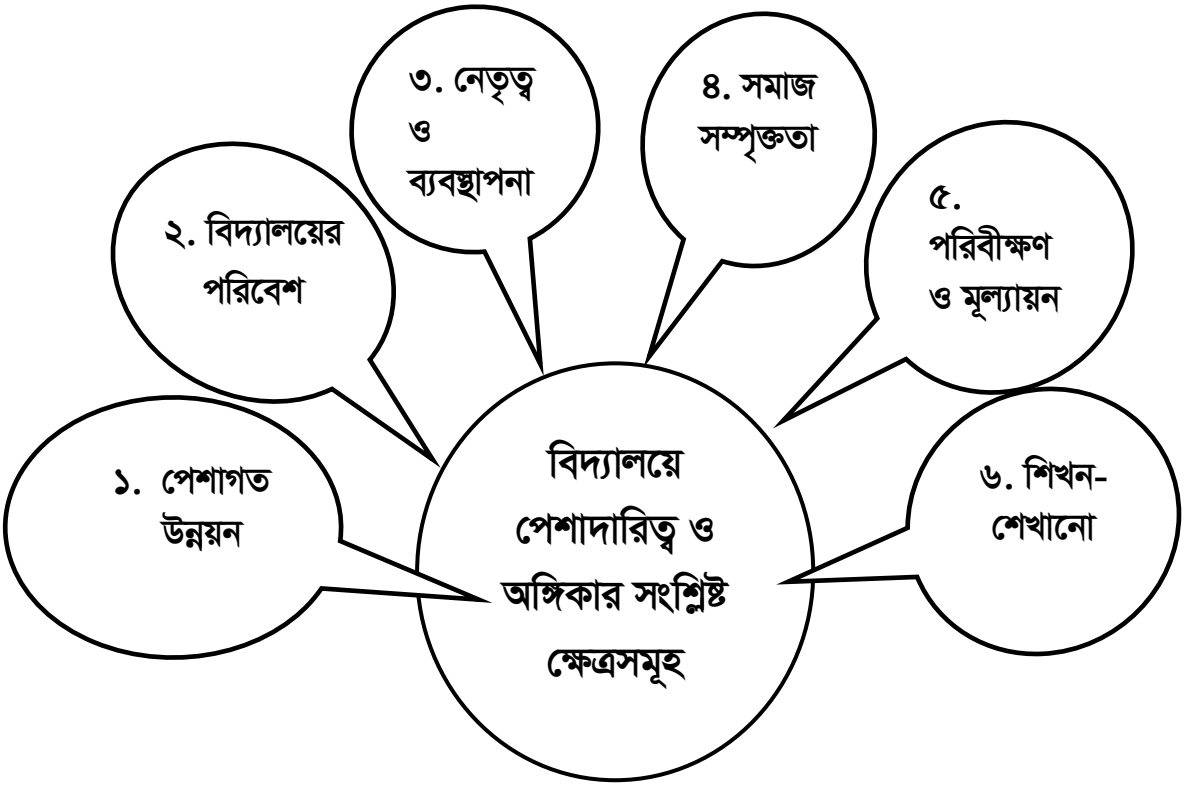

১. পেশাগত উন্নয়ন

পেশাগত উন্নয়ন বলতে পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও ব্যক্তির উন্নয়নকে বুঝায়। পেশাদারিত্ব অঙ্গিকারাবদ্ধ করার জন্য শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। যেমনঃ

ক) শিক্ষকের জ্ঞানের উন্নয়নঃ শিক্ষক জ্ঞান চর্চ করেন, জ্ঞান বিতরণ করেন। তিনি যত বেশি জ্ঞান অর্জন করবেন ততবেশি জ্ঞান বিতরণ করতে পারবেন। শিক্ষককে সারা জীবন ধরে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করতে হয়। এ জন্য বলা হয় "একজন শিক্ষক সারাজীবনের জন্য ছাত্র"। একজন শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

- তার বিষয়গত জ্ঞান (পঠিত ও পাঠদান বিষয়)
- শিক্ষার্থীকে জানার জ্ঞান
- শিখন পরিবেশের জ্ঞান
- শিখন-শেখানো কাযাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান
- বিদ্যালয় ও তার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক জ্ঞান
- তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত জ্ঞান
- অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান

খ) শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়নঃ শিক্ষাদান একটি কৌশলগত কাজ। অতএব এ ব্যাপারে শিক্ষক যত বেশি দক্ষ হবেন তিনি তার পেশাদারিত্বে তত বেশি ভূমিকা রাখতে পারবেন। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মাধ্যমে একজন শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে-

- শিখন পরিবেশ সৃষ্টি
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সংগঠন
- পাঠ উপস্থাপন
- শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধকরণ
- শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো
- সমস্যা উৎঘাটন/চিহ্নিতকরণ
- সমস্যা সমাধানের কৌশল অবলম্বন
- উপকরণ নির্বাচন ও তৈরি
- শিক্ষার্থীদের পরিচালনা ও নির্দেশনা দান
- তত্ত্বাবধান কৌশল ও প্রয়োগ
- শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি
- শিখনফল অনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন
- পাঠকে ফলপ্রসুকরণ
- মূল্যায়ন
- ফলাবর্তন প্রদান

গ) শিক্ষকতা কাজের উন্নয়ন: শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। যদিও শিক্ষাদান তার মূল কাজ। পেশাদারিত্ব অঙ্গিকারাবদ্ধ করতে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হয়-

- শিক্ষাক্রমিক কাজ- পাঠদান, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন
- সহশিক্ষাক্রমিক কাজ- খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানমেলা ইত্যাদি

ঘ) শিক্ষকতা মনোবৃত্তির উন্নয়ন: শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। কচি কাচা শিশুদের নিয়ে তার কাজ। তাদের সঙ্গে একজন আপন বন্ধু হয়ে মিলে চলতে হয়। সুতরাং শিক্ষককে শিশুসুলভ মনোবৃত্তি অর্জন ও উন্নয়ন করতে হয়। আন্তরিক হতে হবে শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কে।

২. বিদ্যালয়ের পরিবেশ

ক) শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধা:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে অবহিত আছেন
- আচার আচরণ যথাযথভাবে করেন
- প্রতিদিনের সমাবেশ সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন
- শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বেত ব্যবহার করেন না
- প্রতিদিনের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকক্ষের চকবোর্ডে প্রদর্শন করা হয়
- নিরাপদ পানির সরবরাহ করেন

খ) বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ:

- বিদ্যালয় ভবন যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ
- খেলার মাঠ নিরাপদ, পরিষ্কার রাখেন

- আকর্ষণীয় সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনা করেন
- সকল পরিসংখ্যানে ছেলে মেয়ে উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেন

৩. নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা

- সহকর্মীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন
- বিদ্যমান শিক্ষকদের সংখ্যানুপাতে প্রতিশ্রেণির শিশুদের বিভিন্ন শাখায় ভাগ করেন
- শিখন শেখানো কার্যাবলি উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করেন
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সংগে যোগাযোগ করতে উৎসাহী
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সংগে দ্বিমুখী যোগাযোগ রয়েছে
- শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করেন
- সময়মত বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু ও শেষ করেন

৪. সমাজ সম্পৃক্ততা

- শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে এসএমসিকে সংশ্লিষ্ট করেন
- বিদ্যালয়ের যেকোন কাজে বিদ্যালয় এলাকার ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করা হয়
- বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়
- শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে এসএমসিকে অবহিত করেন
- পিতামাতা/অভিভাবক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য এবং সহকর্মীদের সাথে বিদ্যালয় উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করেন
- পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত করেন
- বিদ্যালয় এলাকার ব্যক্তিবর্গ ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা চান
- মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয় উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়

৫. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

ক) **সহকর্মীদের পেশাগত উন্নয়নঃ**

- সহকর্মীদের সবলদিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারেন
- সহকর্মীদের পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক সহায়তা করেন

খ) উপস্থিতিঃ

- শিশুদের উপস্থিতির নির্ভুল রেকর্ড সংরক্ষণ করেন
- শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ধরণ চিহ্নিত করতে পারেন
- উপস্থিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন

গ) হিসাব সংরক্ষণঃ

- নির্ভুল আর্থিক বিষয়ে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করেন

- আর্থিক রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি স্বচ্ছভাবে করেন
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুনিয়ন্ত্রিত

৬. শিখন-শেখানো

ক) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা:

- শ্রেণিকক্ষে শিশুরা কাজ করার জন্যে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ব্যবস্থা আছে কিনা নিশ্চত করেন
- শিশুদের কাজ করার জন্য প্রতি বেঞ্চে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে কিনা নিশ্চত করেন ।
- শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখেন
- বিভিন্ন ধরনের কাজ করার উপোযোগী করে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করেন
- সকল শ্রেণিতে শিশুরা চকবোর্ডের লেখা দেখতে পারার ব্যবস্থা করেন

খ) পাঠ পরিকল্পনা:

- শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে শিক্ষক সংস্কারণ/নির্দেশিক/শিক্ষক সহায়িকা পড়ে থাকেন
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি করে থাকেন
- শিক্ষকগণ পাঠের শিখনফল জানেন
- শিক্ষকের লিখিত পাঠ-পরিকল্পনা রয়েছে।

গ) পাঠ

- শ্রেণিকার্যক্রমে শিশুরা সক্রিয়ভাবে জড়িত
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়
- শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ করেন
- শিশুদের অনুশীলন করার জন্য পর্যাপ্ত কাজ দেওয়া হয়
- শিশুরা শিক্ষকদের সংগে মতবিনিময় করে
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখেন
- শিক্ষক প্রতিটি শিশুকে প্রশ্ন করেন
- প্রত্যেক শিশুর প্রতি শিক্ষিক মনোযোগ দেন
- অপারগ অথবা পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিখন চাহিদা নিরূপণ করেন।

ঘ) শিশুর কাজ:

- শিশুদের কাজ প্রদর্শন করা হয়
- শিশুদের কাজ মূল্যায়ন করা হয়
- শিশুদের খাতায় বিভিন্ন ধরনের কাজ দেয়া হয়

ঙ) শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের প্রতিক্রিয়া:

- শিশুদের প্রতি শিক্ষকগণ বন্ধুভাবাপন্ন
- সকল শিশুর প্রতি শিক্ষকগণ সমান দৃষ্টি দিয়ে থাকেন

- শিক্ষক শিশুদের প্রশংসা করেন
- শিক্ষক ফলাবর্তন (Feed Back) দেন
- শিক্ষক ছেলে-মেয়ের প্রতি সমান আচরণ করেন
- শিশুদের দোষ-ত্রুটি বিষয়ে শিক্ষক সহানুভূতির সাথে দেখেন

চ) সম্পদঃ

- শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষা সহায়ক শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক সহায়িকা, নির্দেশিকা, উপকরণ, সম্পূরক পঠন সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার ও সংরক্ষণ করেন।
- বিদ্যালয়ের স্থাবর অস্থাবর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

অংশ গঃ শিক্ষকের অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা

১. শিক্ষকের ব্যক্তিগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

- শিক্ষক হবেন সময়নিষ্ঠ।
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ নিবেন এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে পাঠদান করবেন।
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করবেন।
- পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- তিনি হবেন একজন পাঠক। সব রকম জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন।
- পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করবেন।
- সকলের অধিকার রক্ষা করবেন।

২. শিক্ষকের প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন।
- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করবেন না এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকবেন না।
- যে কোন প্রকার ছুটির জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং ছুটি মঞ্জুর করে নিবেন।
- নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধার কথা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জানাবেন।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন।

৩. শিক্ষকের শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

- সময়মত শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হবেন এবং নির্ধারিত সময়ে শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নামে সম্বোধন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করবেন।
- পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া পাঠদান করবেন না।
- শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিখনফল অর্জিত হচ্ছে কি-না তা মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কারও প্রতি বিদ্বেষ এবং কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন না।
- মূল্যায়নকালে পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

- শিক্ষার্থীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন।
- শিক্ষার্থীর সাথে অসদাচরণ করবেন না এবং সকল শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন, তাদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করবেন।
- তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন।

৪. শিক্ষকের সহকর্মী কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা:

- সিনিয়রদের সম্মান, জুনিয়রদের স্নেহ এবং সমবয়সীদের ভালোবাসা জানাবেন।
- তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করবেন।
- শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনে তাদের পরামর্শ নিবেন।
- প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখবেন।
- সকলের সুখে-দুখে সহমর্মিতা জানাবেন এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

৫. শিক্ষকের সার্বিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা:

আদর্শ শিক্ষকের সুনাম শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বিদ্যমান থাকে এমনটি নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নির্দেশনা এবং আদর্শ, স্থান, কাল, পাত্র, জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার কল্যাণে বিস্তৃত হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ, পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অনুশীলন, সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যবহারে সমতাবিধান, একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করবেন, তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সময়মতো এবং নীতি মেনে পালন করবেন, পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শিক্ষক পেশাগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং অভিভাবকদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন। একইসাথে তিনি শিক্ষার্থীর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সহযোগিতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে সবসময় তার নিজের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অঙ্গীকার প্রদর্শন করবেন এবং সচেষ্ট থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১. https://at-tahreek.com/article_details/4817 retrived on 24 May 2023
২. নেপ, (ডিপিএড, পেশাগতশিক্ষা, তৃতীয় খন্ড) ২০১৫

অধিবেশন ০৫	শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

শিখনফল: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ কী তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

খ. শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: কনসেপ্ট ম্যাপিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন।

উপকরণ: পিপিটি/ পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র, মাল্টিমিডিয়া, ভিডিও

অংশ ক: শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ সনাক্ত করা **সময়: ৬০ মিনিট।**

১. অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে কনসেপ্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে সম্ভাব্য উত্তর পাওয়ার জন্য বোর্ডে নিম্নরূপ চিত্র এঁকে প্রত্যেককে প্রশ্ন করুন।

- একজন দক্ষ শিক্ষক হিসেবে আপনার কী কী দক্ষতা থাকা প্রয়োজন? (সহায়ক তথ্য-৭.১ সেশন শুরুর আগে ভালে করে পড়ুন।)

৩. অংশগ্রহণকারীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তর তথা একজন শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বোর্ডে অংকিত চিত্রে লিখুন।

৪. বোর্ডে লেখা অংশগ্রহণকারীদের নিকট হতে প্রাপ্ত উত্তর সকল অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করুন। অর্থাৎ শিক্ষকের একটি দক্ষতা আপনি নিজে পড়ুন, তারপর অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে একজনকে উক্ত দক্ষতাটি ব্যাখ্যা করতে বলুন। এভাবে বোর্ডে লিখিত সবগুলো দক্ষতা একে একে ভিন্ন ভিন্ন অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

৫. পরবর্তীতে সহায়ক তথ্য (অংশ ক) এর আলোকে শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

অংশ খ: শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে পেশাগত জীবনে প্রয়োগ **সময়: ৫৫ মিনিট**

১. নিচের লিংক থেকে একটি ভিডিও মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন। https://www.youtube.com/watch?v=FagVSQlZELY

২. ভিডিও প্রদর্শন শেষে প্লেনারি সেশনে ৫/৬ জন অংশগ্রহণকারীগণের নিকট থেকে ভিডিওটি সম্পর্কে তাদের মতামত শুনুন।

৩. অতপর অংশগ্রহণকারীদের করে ৪টি দলে ভাগ করুন। দল ১ ও ৩ কে নিম্নোক্ত কেস স্টাডি-১ এবং দল ২ ও ৪ কে কেস স্টাডি- ২ এর কপি সরবরাহ করুন।

৪. দলে কেসস্টাডি পড়ে কেস স্টাডির নিচের প্রশ্নের উত্তর পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

কেস স্টাডি-১

বিদ্যালয়ে ছোট মেয়ে তুবার আজ ১ম দিন। তার একটু ভয় ভয় লাগছে। কারণ বাবা-মা বলে দিয়েছেন, ওখানে গিয়ে যেন দুষ্টামি না করে, শিক্ষককে যেন ভয় পায়। একথা শুনে তার ভয়টা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। শ্রেণিকক্ষে গিয়ে একদম পিছনে বসে আছে সে। শিক্ষক আসা মাত্রই সে এমন ভয় পেল যে কেঁদেই ফেল্‌ল, শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কাঁদছে কেন। কিন্তু সে একটা কথাও বলতে পারলো না ভয়ে। শিক্ষক বিষয়টা ধরতে পেরে বললেন, "জানো, তোমার মতো প্রথমদিন আমিও অনেক ভয় পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছি, আজ তোমারও ঠিক সেরকম ভয়ই হচ্ছে। কিন্তু আমি ও অন্যান্য শিশু সবাই তোমার পাশে আছি। আমরা এখানে অনেক খেলবো, মজা করে অনেক কিছু শিখব। আর তুমি তোমার সব ভয়ের কথা আমাকে মন খুলে বলতে পারবে।" এরকম আশার কথা শুনে তুবার ভয় যেন এক নিমেশেই চলে গেল। তার কাছে মনে হলো, সে তার কাছের মানুষের কাছেই রয়েছে।

প্রশ্ন: আপনাদের কাছে কি মনে হয়, শিক্ষক এখানে তার পেশাদারী দক্ষতার পরিচয় দেখিয়েছেন? আপনার মতামত যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

কেস স্টাডি-২

শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে দেখলেন, লিবান চুপ করে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করাতেই সে বলল, তার মন খারাপ। কারণ সে দেখেছে মারুফের কাছে খুব সুন্দর একটা পেন্সিল বক্স আছে, কিন্তু ওর কাছে নেই। তা শুনেই শিক্ষক হেসে বললেন, "ও, এটার জন্য তোমার দু:খ হচ্ছে! আরে, এটা কোন বেপারই না। আমি যেদিন প্রথম স্কুলে যাই আমার তো কিছুই ছিলনা। তোমার তো তাও পেন্সিল আছে। এইটা নিয়ে মন খারাপ করো না, দেখবে একদিন তোমার ও পেন্সিল বক্স থাকবে।"

প্রশ্ন: আপনাদেরর কাছে কি মনে হয়. শিক্ষক এখানে তার পেশাদারী দক্ষতার পরিচয় দিখিয়েছেন? আপনার মতামত যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৫. প্রত্যেক দলের কাছ থেকে পোস্টার পেপারে করা দলীয় কাজের উপস্থপনা শুনুন।

৬. পরবর্তীতে সহায়ক তথ্য (অংশ খ) এর আলোকে শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রয়োগ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করুন।

অংশ গ: অধিবেশন সমাপ্তি **সময়: ৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শিক্ষকতা পেশার যেকোনো ২টি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার নাম বলতে বলুন। উল্লিখিত দক্ষতা দু'টি কেন গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা শুনুন।

২. সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা	সহায়ক তথ্য ০৫

অংশ ক: শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা

সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও দৃষ্টি বিনিময়:

শিক্ষকের সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক দৃষ্টি বিনিময় বা Eye Contact শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক শিক্ষকের উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব বা কোন মুদ্রাদোষ থাকে যা শিক্ষার্থীদের কাছে তার পাঠকে হাস্যরসে পরিণত করে। এরফলে শ্রেণিকর্যক্রম ব্যহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিখন ব্যহত হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের সঠিক Eye Contact - এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। কাজেই শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে মনোযোগিতা বা অমনোযোগিতা নির্ভর করে শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের সঠিক Eye Contact - এর ওপর। শিক্ষক যখন পড়াবেন বা যখন প্রশ্ন করবেন তখন অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক Eye Contact -এর মাধ্যমে তা করতে হবে। আঞ্চলিকতা পরিহারপূর্বক সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও সঠিক Eye Contact -এর কৌশলসমূহ রপ্ত করার জন্য শিক্ষকগণকে সবসময় পেশাগত প্রশিক্ষণ ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।

নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন:

শিক্ষককে বিদ্যালয় ও সমাজে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার নেতৃত্বের গুণাবলি। নেতার গুণাবলি অর্জন ব্যতীত বিদ্যালয় ও সমাজের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। শিক্ষকের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশিত না হলে বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থীদের আচরণেও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাবে। তাই শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ নেতা। পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও সহায়ক গ্রন্থাবলি পড়ার মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারেন।

মূল্যায়ন দক্ষতা:

মূল্যায়নের সাহায্যে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দক্ষতা বুঝা যায় তেমনি শিক্ষক কতটুকু সফলভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে সক্ষম হয়েছেন তা আবিষ্কার করা যায়। মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। মূল্যায়ন দুই প্রকার, যথা: ১ গাঠনিক মূল্যায়ন এবং ২ সামষ্টিক মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই নির্ভর করে শিক্ষকের মূল্যায়ন দক্ষতার ওপর। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে স্বল্পসময়ে সার্বিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে শ্রেণিপাঠের কার্যকারিতা যাচাই ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী শনাক্ত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন স্ড়র সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ কতটুকু হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ নির্ভর করে একজন শিক্ষক আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন কিনা তার ওপর। তাই মূল্যায়নের দক্ষতা পেশাগত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দক্ষতা:

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষণীয়, ফলপ্রসূ ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে শিক্ষককে প্রথমে পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু পড়াবেন, পাঠের উদ্দেশ্য কী হবে, শিক্ষার্থীরা কখন, কোথায় কীভাবে অংশগ্রহণ করবে, কত সময় ধরে পড়াবেন, পদ্ধতি ও কৌশল কী হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি কী হবে ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করতে হয়। এভাবে একটি সেসনের উপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করাকে পাঠ-পরিকল্পনা বলে। পাঠ-পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে একটি পাঠের প্রতিটি মূহুর্ত সম্পর্কে শিক্ষকের পূর্বধারণা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকে। ফলে শিখন-শেখানো কার্যাবলি সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সঠিক পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠের শিখনফল অর্জন এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। বিক্ষিপ্ত শিখন থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখে ও পাঠকে আনন্দদায়ক ও হৃদয়গ্রাহী করে পাঠ-পরিকল্পনা। কাজেই পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন দক্ষতা শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নে একটি অন্যতম উপাদান।

নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে ইতিবাচক মানসিকতা:

শিক্ষককে হতে হবে উদার। নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করতে হবে। জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে, নতুন জ্ঞান তৈরি হচ্ছে, পুরাতন জ্ঞানের পরিমার্জন ও সংশোধন হচ্ছে। শিক্ষককে এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থী ও সমাজ উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তা প্রয়োগ করতে হবে। নতুন জ্ঞান ও ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, প্রযুক্তি উপকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন এবং শ্রেণিকক্ষে তার প্রয়োগ সম্পর্কিত নতুন নতুন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী হিসেবে তৈরি করবেন।

পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ:

পেশাগত উন্নয়নের অংশহিসেবে শিক্ষকগণ তাঁদের পেশা সম্পর্কিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন করেন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আদর্শ মূল্যবোধ সম্পন্ন আচরণ প্রদর্শন করেন। নিজ বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সাথে কর্ম-সম্পর্ক ভালো রাখেন। স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের বৃহত্তর কমিউনিটির সাথে মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যালয়ের রূপকল্প (Vision), ব্রত (Mission), সংস্কৃতি (Culture) ও দর্শন (Ethos) এর সাথে অভিযোজিত হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়।

পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন:

এমন অনেক মানুষ আছে যারা যে কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। ফলে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু একজন আদর্শ শিক্ষক পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেকে এনভাবে প্রস্তুত করবেন, যেন যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারেন এবং যে কোনো ধরনের পরিবর্তনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন।

সহকর্মীদের সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা:

সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক মূলত বিদ্যালয়ে শিখন পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। শিখন পরিবেশ বিঘ্নিত হলে শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিখন সম্ভব হয় না। তাছাড়া সহকর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন করা যায়। কাজেই সহকর্মীদের সাথে ভালো ও গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা একজন শিক্ষকের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন।

অংশ খ: শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রয়োগ

শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা হলো অনুগত ও অর্জিত গুণাবলির সমষ্টি। একজন শিক্ষক অনুগতভাবে কিছু গুণ অর্জন করেন যা সংখ্যায় নগণ্য। অবশিষ্ট সবগুণ তাকে পেশার প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্যাবলির মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। জন্মগতভাবে শিক্ষকের গুণাবলি অর্জন না করেও কেবল পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা একজন আদর্শ শিক্ষকে পরিণত হওয়া যায়। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে হলে তাঁর মধ্যে এমন কিছু গুণের সংযোজন করতে হবে যা দ্বারা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মানোন্নয়ন ঘটবে। প্রতিদিন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একইভাবে শ্রেণিপাঠ পরিচালনা করা কোন আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এজন্য শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। শিক্ষাবিদগণ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য বিভিন্ন দক্ষতার উন্নয়নকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোকেই শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপাদান হিসেবে বিবেচেনা করা হয়। এখানে শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো–

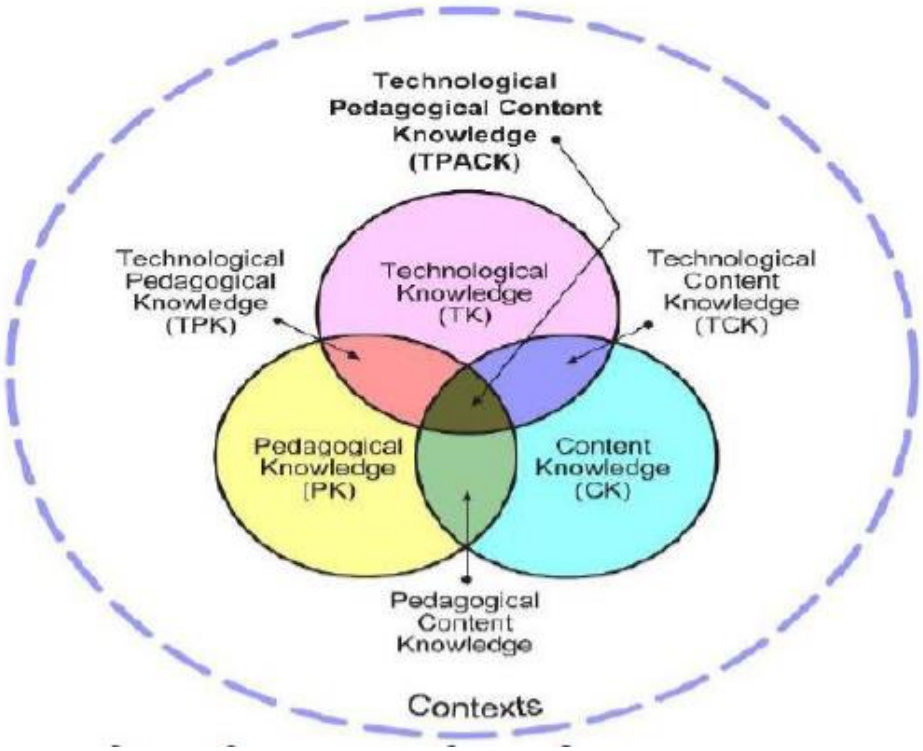

চিত্র: বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি এবং প্রযুক্তির সমন্বয় দক্ষতা

বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি এবং প্রযুক্তির সমন্বয় দক্ষতা

বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষককেই তাঁর পঠিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে হয়। তাই শিক্ষক হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান। তবে সব ভালো ছাত্র সবসময় ভালো শিক্ষক হয় না। এর কারণ বিষয়বস্তু উপস্থাপন দক্ষতার ঘাটতি। উপস্থাপন দক্ষতার অভাবের কারণে বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন অনেক ভালো ছাত্রও অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। শ্রেণিপাঠদানে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কারণ একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থী থাকে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের পার্থক্য থাকে, তাদের গ্রহণ কৌশলের ভিন্নতাও থাকে। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিয়েই সফলভাবে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলে শিক্ষককে তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেন সকল শিক্ষার্থীদের কাছে তা সমানভাবে গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে শিখনফল সঠিকভাবে অর্জিত হতে পারে। এর জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার এইসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলই হল পেডাগজি। বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে এই পদ্ধতি ও কৌশল বা পেডাগজি বিভিন্ন রকম। যেমন- গণিতের পেডাগজি ও ইংরেজির পেডাগজি এক হবে না। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর বিষয় সংশ্লিষ্ট পেডাগজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠের প্রতি আকৃষ্ট করার আরেকটি অন্যতম মাধ্যম হল আইসিটি। শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই বিমূর্ত বিষয়কে মূর্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। তবে এর জন্য প্রয়োজন বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি ও আইসিটির সমন্বয় সাধনের। এই তিনটি বিষয় সমন্বয়ের মাধ্যমে একজন শিক্ষক আনন্দদায়ক পরিবেশে কার্যকর শিখন নিশ্চিত করতে পারেন। তাই বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি ও আইসিটির সমন্বয় সাধনের দক্ষতা পেশাগত উন্নয়নের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

অধিবেশন ০৬	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় ও সুযোগ

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায়/কৌশল চিহ্নিত করাসহ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নে বিদ্যমান সুযোগ পর্যালোচনা করার মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত উন্নয়নে আগ্রহী হবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : মাইন্ড-ম্যাপিং, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, আলোচনা

উপকরণ : পিপিটি স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, ল্যাপটপ, ভিডিও

অংশ-ক : শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. এবার অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন,

- পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন' বলতে কী বুঝেন?
- একজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন কেন প্রয়োজন?

৩. অত:পর প্রত্যেককে পাশের জনের সাথে আলোচনা করে জুটিতে ভিপ (VIPP) কার্ডে/নিজ খাতায় উপরূক্ত প্রশ্ন দু'টির উত্তর লিখতে বলুন।

৪. এবার লিখিত ভিপকার্ড সংগ্রহ করে প্রতি জুটিকে একে একে উপস্থাপন করতে বলুন এবং উত্তরসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করুন (সকলের উদ্দেশ্যে বলুন" মতামত প্রদানকৃত ভিপকার্ড কারো ব্যক্তিগত না এটা এখন হাউজের বা আমাদের সকলের)। যদি নিজ খাতায় লিখে থাকে তাহলে অংশগ্রহণকারীগণকে খাতায় লেখা যার যার উত্তর পড়তে বলুন এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতে বলুন।

৫. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রশ করুন-

- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কী প্রয়োজন?
- পেশাগত প্রশিক্ষণ কত ধরনের?
- আজ আপনারা যে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন এটা কী ধরনের পেশাগত প্রশিক্ষণ?
- বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচলিত চাকুরিকালিন কী কী প্রশিক্ষণ আছে?

৬. ৫ মিনিট সময় প্রদান করুন এবং ৪/৫ জন অংশগ্রহণকারীর নিকট উপরূক্ত প্রশ্নের উত্তর শুনুন।

৭. এবার পূর্বে তৈরি করা পিপিটি স্লাইড/পোস্টার পেপার প্রদর্শন করুন এবং সহায়ক তথ্য ৮.১ এর আলোকে উপরূক্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করুন।

অংশ-খ: শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে বিদ্যমান সুযোগ পর্যালোচনা করা **সময়: ৫০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান 'কীভাবে একজন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন সম্ভব?'

৩. কিছু সময় চিন্তনের সুযোগ দিন এবং ৭/৮ জনের নিকট থেকে তাদের মতামত শুনুন।

৪. আকর্ষণীয় কৌশল অবলম্বন করে অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে ভাগ করুন।

৫. নিচে প্রদত্ত ছক পিপিটি স্লাইড/ পোস্টার পেপারে লিখে প্রদর্শন করুন।

যেভাবে করা যায়		বিদ্যমান সুযোগ

▪ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা	:	
▪ Face to face কর্মশালা	:	
▪ Online communities	:	
▪ পারস্পরিক সহায়তা	:	
▪ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা স্ব-শিখন	:	
▪ কার্যোপযোগী গবেষণা	:	
▪ সম্মিলিত গবেষণা	:	
▪ কার্যক্রম পরিচালনা করা	:	
▪ লিখন অনুশীলন	:	

৬. প্রদর্শিত ছকের আলোকে প্রতিটি দলকে শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে তা পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

৭. ১৫ মিনিট সময় প্রদান করুন । তারপর প্রতিটি দলকে স্ব স্ব পোস্টার উপস্থাপন করতে বলুন।

৮. সহায়ক তথ্য- ৮.২ এর আলোকে পূরণকৃত ছক পিপিটি / পোস্টার পেপারে লিখে প্রদর্শন করুন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

অংশ-গ: অধিবেশন সমাপ্তি **সময়: ৫ মিনিট**

এ অধিবেশন কতটুকু আয়ত্ব করতে পেরেছে তা নিম্নের প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করুন-

১. শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের দু'টি ক্ষেত্র উল্লেখ করুন এবং এক্ষেত্রে পেশাগত উন্নয়নের জন্য কী কী ধরনের সুযোগ রয়েছে?

২. ৫/৬ জন অংশগ্রহণকারীর কাছে তাদের মতামত শুনুন।

৩. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় ও সুযোগ	সহায়ক তথ্য ০৬

অংশ ক: শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায়

সাম্প্রতিককালে শিক্ষা ও শিখন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সসেঙ্গতি সাধন করে চলার প্রয়োজনে প্রতিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিখন-শেখানো কার্যাবলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশ, জাতি ও জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন যেন শিশু কিশোর, তরুণদের আচার আচরণে প্রতিফলিত হতে পারে, দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে তারা যেন দেশের সমৃদ্ধি ও গৌরব বাড়াতে পারে সেজন্য তাদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষকগণের পূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পূর্বের ব্যাংকিং মেথড যেখানে শিক্ষক সকল জ্ঞানের আধার এবং তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে জ্ঞান বিতরণ করতেন, যা এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতিতে শিখতে চায়, যেভাবে শেখালে তাদের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে শিক্ষক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এখানে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয় এবং শিক্ষক হবেন সহায়তাকারী (Facilitator)। নতুন জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের পছন্দ অনুযায়ী নতুন পদ্ধতিতে পড়াতে হবে। তাই নবতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষকদের চিন্তা ও কর্মধারা পরিমার্জন করতে হবে। এর জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন পেশাগত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করতে হবে। যেমন: প্রশিক্ষণ গ্রহণ, নিয়মিত অধ্যয়ন, ইন্টারনেট ব্যবহার, কর্মশালায় অংশগ্রহণ গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি।

পেশাগত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণের জ্ঞান ও আচরণে পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রশিক্ষণ হতে পারে শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক বা শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। আবার প্রশিক্ষণের মেয়াদের ভিত্তিতেও প্রশিক্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপায় হিসেবে চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর উপায়।

পেশাগত দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষকতাপূর্ব শিখনের ন্যায় শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ও শিক্ষকদের জন্য আবশ্যক। শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন শিক্ষকই চলমান দুনিয়ার নবতর চিন্তা ও কর্মধারার সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সাম্প্রতিক ভাবধারায় উজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন না। শিক্ষাবিদ মার্গারেট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে শিক্ষকদের অবিরাম প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাঁর ভাষায় To keep abreast of a changing world… প্রশিক্ষণের দ্বারা পেশা নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষকগণ যেমন নিজেকে সজীব, প্রাণবন্ড় করে তুলতে পারে তেমনি নিজ পেশাকে যুযোগযোগী ভাবধারায় সঞ্জীবিত করার অবকাশ পান। শিক্ষার মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। পেশাগত উন্নয়নের জন্য ২ ধরনের প্রশিক্ষণ রয়েছে, যেমন:-

- চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ এবং
- চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ

চাকুরি পূর্ব প্রশিক্ষণ:

চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণ হল পেশার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক পেশার মানুষের কিছু পেশাগত দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে যা তাঁর পেশাগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। একইভাবে যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের কিছু পেশাগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যেমন, যিনি যে বিষয়ের শিক্ষক তাঁর সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। আবার শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। যে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চাই, তার থেকেও তা কীভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে সেটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আবার জ্ঞান ছড়িয়ে দিলেই হবে না, যে বা যারা তা গ্রহণ করছে তারা আদৌ গ্রহণ করতে পারছে কিনা, পারলেও কতটা গ্রহণ করতে পারছে ইত্যাদিও দেখার বিষয়। আর তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান। শিক্ষকদের সে সকল দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষক সুলভ আচরণ তৈরি করার জন্য প্রয়োজন চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নতমানের শিক্ষক-শিক্ষা কারিকুলাম, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাদি, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল, প্রযুক্তির ব্যবহার ও কারিকুলামের সঙ্গে মেলবন্ধন, তত্ত্বের কার্যকর প্রয়োগ তথা অনুশীলন, মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে মনোজগৎ তৈরির জন্য কাঠামোবদ্ধ বলয়ের মধ্যে প্রস্তুতির পূর্ব ধাপই হলো চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ।

চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের গুরুত্বঃ

শিক্ষকতাকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্যই চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারেন। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের গুরুত্বসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

শিক্ষকসুলভ আচরণ তৈরি

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকসুলভ আচরণ তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে, সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে, অভিভাবকদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, কী ধরনের পোশাক পরিধান করতে হবে, সমাজে কী ধরনের আচরণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে ভবিষ্যৎ শিক্ষকগণ পূর্ব ধারণা লাভ করেন চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

শিক্ষকতার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ

যারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের শিক্ষকতা পেশার বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকাজে শিক্ষকের ভূমিকা তথা শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয় চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন

শিক্ষকের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কতটুকু বুঝতে পারছেন, তাদের আচরণ কতটুকু ইতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন, তাদের কতটুকু উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন, তাদের মনোজগতকে কতটুকু উপলব্ধি করতে পারছেন ইত্যাদির ওপর। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করা এবং শিখন প্রক্রিয়াকে সেইভাবে চালিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান যেখানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি ও পুনর্গঠনের ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের মূল

আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে- শিশু, প্রেষণা, আবেগ, বুদ্ধিমত্তা, মিথষ্ক্রিয়া ইত্যাদি। শিক্ষকতাকে যারা ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী তারা চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপন

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কতগুলো উপাদানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উপাদানগুলো হলো- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়, পরিবেশ, পরিবার ইত্যাদি। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজন এগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। শুধু একটি বা দুটি উপাদান দিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, শিক্ষার্থী কোন ধরনের পরিবার ও পরিবেশ থেকে এসেছে, বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশ কী রকম ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন পূর্ব প্রস্তুতি। চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণকালীন তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা অর্জন

চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদানের পূর্বেই শিক্ষকতা পেশায় যোগাদনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারেন। যা পরবর্তীতে তার পেশার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে পাঠ পরিচালনা সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী একজন নবীন শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের অনাকাঙ্খিত পরিবেশ সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব সহজেই বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিপাঠে মনোযেগী রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাঠকে আনন্দদায়ক করতে পারেন। পাঠের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে খুব অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে শিখনফল অর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন

শিক্ষকগণকে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা এই দু'টি গুণ খুব ভালোভাবে আয়ত্তে রাখতে হয়। এজন্য যারা শিক্ষকতাকে ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী তাদের পূর্ব থেকেই নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী হতে হবে। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন এবং চাকুরিকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে পারেন।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যাবলি ও জাতীয় দিবস উদযাপনে পারদর্শিতা অর্জন

বিদ্যালয়ের যেসব রুটিনমাফিক বা দৈনন্দিন কার্যাবলি রয়েছে সেগুলো পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন অংশগ্রহণকারী অর্জন করেন যা একজন নবীন শিক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস (যেমন- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও পহেলা বৈশাখ) উদ্‌যাপন করতে হয়। জাতীয় দিবস ও অন্যান্য দিবস উদযাপন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ শিক্ষকগণ চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

বিদ্যালয়ের অনাকাঙিখত পরিবেশ মোকাবিলার প্রস্তুতি

শিক্ষকগণকে যে কোনো পরিবশে খাপ খাইয়ে চলার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তা নাহলে বিদ্যালয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন রকম অনাকাঙ্খিত পরিবেশ মোকাবিলা করতে পারবেন না, ফলে বিভিন্নরকম বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষকগণকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষক এই প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice) এ সিমুলেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনে সহায়তা করে।

চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ

চাকরিতে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে যে প্রশিক্ষণ তাই চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ। চাকুরিতে যোগদানের পর পেশাগত বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষকগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। যেমন- বিষয়ভিত্তিক, পেডাগজি (Pedagogy) বিষয়ক, আইসিটি বিষয়ক, প্রশাসনিক, যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে মূলত শিক্ষকগণকে যুগোপযোগী রাখার জন্য, নতুন শিক্ষাক্রমের সাথে শিক্ষককে পরিচিত করার জন্য, শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করার জন্য। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা নতুনভাবে পরিমার্জন করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন বিষয়বস্তু অর্জনের জন্য প্রয়োজন চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ।

চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ শিক্ষকের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময় শিক্ষক শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকেন এবং নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুধাবন করতে এবং নিজের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ ও নিজের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শনাক্ত করে তাতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকের নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হবার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য হলো-

- চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ
- নির্দিষ্ট বিষয় বা দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- সব প্রশিক্ষণ সবার জন্য প্রয়োজ্য নয় (One shirt does not fit to all)

চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

চাকরিকালীন সময়ে শিক্ষকতা পেশার দায়িত্বসমূহ সূচারূপে পালনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি। পেশা সংশ্লিষ্ট সকল নতুন পরিবর্তনের সাথে শিক্ষককে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নতুন চাহিদা পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁকে জানতে হয় এবং এরজন্য প্রয়োজন চাকুরিতে কর্মরত থাকাকালীন প্রশিক্ষণ।

- শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করা;
- একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধি বা অর্জন করা;

- শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতার ঘাটতি পূরণে সহায়তা করা;
- শিক্ষকগণের আচরণে পরিবর্তন সাধন করা;
- শিক্ষকগণের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি করা;
- পেশায় দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষকগণের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি;
- সকল বিদ্যালয়ে একই মানের শিক্ষক তৈরি করা;
- Low-cost, No-cost উপকরণ তৈরির দক্ষতা অর্জন করা;
- শিক্ষকগণের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষকগণের দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারা;
- শিক্ষকগণকে সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ করা।

বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ হলো:

- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ;
- পেডাগজি প্রশিক্ষণ;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন প্রশিক্ষণ;
- যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রশিক্ষণ;
- একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- অটিজম শীর্ষক প্রশিক্ষণ;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ;
- জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- আইসিটি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ;
- এডভান্সড আইসিটি প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি।

শিক্ষকতা পেশার জন্য যেসব গুণ ও দক্ষতা অত্যাবশ্যকীয় যেমন নেতৃত্বের গুণাবলি, আইসিটি দক্ষতা, পেডাগজি, আইসিটি ও পেডাগজির সমন্বয়, সৃজনশীল পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্যই মূলত চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ; এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, পেশাগত দায়িত্ববোধ বাড়ে, শিক্ষকদের পেশাগত যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে অগ্রগামী হন এবং সর্বোপরি মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের পথ তৈরি হয়। শিক্ষকদের জন্য চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে স্বল্প সময়ব্যাপী। কারণ দীর্ঘসময় কোন শিক্ষক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত করে। এর ফলে প্রশিক্ষণের মান হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষকদের জন্য চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মেয়াদ সর্বনিম্ন ০৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৫ দিন হলো ভালো হয়।

আত্মবিশ্লেষণমূলক অনুশীলন

পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষক আত্মবিশ্লেষণ করবেন এবং এর ফলে প্রাপ্ত ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নে কাজ করবেন। শিক্ষক আত্মবিশ্লেষণের জন্য নিজেকে নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন করতে পারেন।

- আমি কি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণ করি?
- আমি কি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর চাহিদা, মেধা ও আগ্রহের প্রতি সচেতন থাকি?
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি আমার আচরণ কি সমান থাকে?
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার মনোভাব কি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ?
- শিক্ষার্থীর কাজের প্রশংসার প্রতি আমি কি সচেতন থাকি?
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য আমার প্রচেষ্টা রয়েছে কি?
- সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমি কি সচেষ্ট?
- সহপাঠক্রমিক কাজ পরিচালনায় আমার কি কোন ভূমিকা আছে?
- আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে আমি কি সচেষ্ট?

কর্মসহায়ক গবেষণা

কর্মকে সহায়তা করার জন্য যে গবেষণা তাই কর্মসহায়ক গবেষণা। এটি শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের একটি মাধ্যম হতে পারে। কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক কোন বহিরাগত পর্যবেক্ষক নন। বরং তিনি ঐ কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে কর্ম-পদ্ধতির উন্নতি করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ শিক্ষক নিজেই গবেষক। সমস্যার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে কর্মপদ্ধতির গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেন। শিক্ষক বিদ্যালয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো সমাধানের জন্য সমস্যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপকারের পাশাপাশি শিক্ষকগণের বিশ্লেষণাত্মক আচরণের বিকাশ ঘটে। শিক্ষক শিক্ষার্থী উপযোগী নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের অবতারণ করতে সমর্থ হন, তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থী কর্তৃক মূল্যায়ন

বর্তমান আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা নেই। বর্তমান ধারায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর। শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করবেন। শিক্ষক কীভাবে পড়াবেন তার পরিবর্তে শিক্ষার্থী কীভাবে শিখতে চায় সেটাই মূখ্য বিষয়। এজন্য শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকের আরো উন্নতি করতে হবে, শিক্ষার্থীরা কী চাচ্ছে, কীভাবে চাচ্ছে, কতটুকু চাচ্ছে ইত্যাদি জানা শিক্ষকের জন্য জরুরি। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে পরিবর্তিত, সংশোধিত ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

সহকর্মীদের দ্বারা মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক গ্রহণ

বিদ্যালয়ের সহকর্মীগণ শিক্ষকগণের পারস্পরিক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন। সহকর্মীদের দ্বারা ক্লাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের ফিডব্যাক সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেন।

আবার অন্যের ক্লাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেখান থেকে ভালো দিকগুলো শনাক্ত করে তা নিজের ক্লাসে প্রয়োগ করার মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

আত্মমূলক

পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর নিজের কাজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্ব-মূল্যায়ন করা দরকার। এই কাজের জন্য একজন শিক্ষক প্রতিনিয়ত তাঁর নিজের কাজের ভালো ও মন্দ দিক বিশ্লেষণ করে ভালে কাজের অনুশীলন ও মন্দ কাজ পরিহারের অভ্যাস করবেন। এর ফলে একজন শিক্ষক ধীরে ধীরে পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভালো শিক্ষকে পরিণত হবেন।

নিয়মিত অধ্যয়ন

পেশাগত উন্নয়নের জ্য প্রত্যেক শিক্ষককে শ্রেণি-পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি নানাধরনের বই, জার্নাল, পত্রিকা, ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পাড়ার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে কিছু সময় অধ্যয়নে ব্যয় করলে ক্লাসের প্রস্তুতি যেমন যথাযথ হবে, তেমনি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপযোগী উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারবেন। একজন শিক্ষক সারাজীবনের জন্য শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য তাকে নানাধরনের বিষয় অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

নিয়মিত ইন্টারনেট ব্রাউজিং:

কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এখন শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ইন্টারনেটে রয়েছে বিশাল তথ্যভান্ডার। ইন্টারনেট ববহার করে শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীদের মেধা ও সামথ্য অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তরণ করার পাশাপাশি র্সবশেষ তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষক নিজেকে আপডেট রাখতে পারেন।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিজের সবল ও দুর্বল দিক শনাক্ত করতে পারেন;
- শিক্ষা, শিখন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের আধুনিক কলাকৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারবেন;
- সতীর্থ শিক্ষকগণের পাঠদান কলাকৌশল দেখে, শুনে, আয়ত্ত করে নিজেকে উন্নত করতে পারেন;
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ সহযোগী শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে;
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা ও ইতিবাচক মনোভাব গঠনের অভ্যাস গড়ে উঠে;
- মুদ্রাদোষ চিহ্নিতকরণ ও তা পরিহারের সুযোগ ঘটে;
- ক্রমাগত আত্মমূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
- সর্বপরি নিজেকে একজন যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক ও তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত করার সুযোগ হয়।

পেশাগত উন্নয়ন বৃদ্ধির কৌশল

- ধারাবাহিক পেশাগত প্রশিক্ষণ;

- পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন;
- পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া;
- নিয়মিত জার্নাল, নিউজ লেটার ও পত্রিকা গঠন;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক ও প্রদর্শনী আয়োজন এবং অংশগ্রহণ;
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি নিয়মিত করা;
- বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।

অংশ খ: প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকগণে পেশাগত উন্নয়নের বিদ্যমান ক্ষেত্র ও সুযোগ

যেভাবে করা যায়		বিদ্যমান সুযোগ	
▪ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা	:	বিশেষজ্ঞ পরামর্শ বা Mentoring, চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে পাক্ষিক সভা।	
▪ Face to face কর্মশালা	:	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পাক্ষিক সভা, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।	
▪ Online communities	:	শিক্ষক সহায়ক নেটওয়ার্কিং (TSN)	
▪ পারস্পরিক সহায়তা	:	একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পাক্ষিক সভা	
▪ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা স্ব-শিখন	:		
▪ কার্যোপযোগী গবেষণা	:		
▪ সম্মিলিত গবেষণা	:	পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study)	
▪ কার্যক্রম পরিচালনা করা	:	শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিচালনা	
▪ লিখন অনুশীলন	:		

অধিবেশন ০৭	শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতা

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্বক করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, প্রদর্শন, কেসস্টাডি, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ: কেসস্টাডি, ভিডিও, পোস্টার ও মার্কার ।

অংশ-ক: পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা **সময়: ২০ মিনিট**

১. সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।

২. পিপিটি'র স্লাইডে প্রদর্শিত থাকবে 'পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা' এবং সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করবেন 'পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা বলতে আপনারা কী বোঝেন?'

৩. ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীগণের কাছে তাদের মতামত শুনুন। তারপর অংশগ্রহণকারিগণকে জিজ্ঞস করুন 'পেশাগত দায়িত্বে কি সহমর্মিতার প্রয়োজন আছে? পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা কেন প্রয়োজন আছে বলে আপনারা মনে করেন?

৪. ৩/৪ জন অংশগ্রহণকারীগণের কাছে উপরূক্ত দু'টি বিষয়েই মতামত শুনুন এবং সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে পেশাগত দায়িত্বে আমারা একে অপরের সহযোগী। সহযোগিতার মাধ্যমে পেশার উন্নয়ন সম্ভব। তাই আমরা একে অপরের প্রতি সহমর্মী হবো এবং আমাদের পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার অনুশীলন বজায় রাখবো।

৫. তারপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণের সহমর্মিতার বিষয়ে একটি ভিডিও উপভোগের আহ্বান জানান এবং নিম্নোক্ত ভিডিও লিংকটি প্রদর্শন করুন:

https://usergeneratededucation.wordpress.com/2014/04/28/empathy-a-top-skill-of-the-effective-and-loving-educator/

৬. ভিডিও দেখা হলে সহায়ক নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণের প্রতিফলন শুনুন ।

প্রশ্নোত্তর

- ভিডিওতে আমরা কি দেখতে পেলাম?
- শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা কী?
- পেশগত সহমর্মিতা কার কার মধ্যে হতে পারে?

সম্ভাব্য উত্তর:

- শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা হলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণের সুখ-দুখ উপলব্ধি করা/ একে অপরকে সহযোগীতা করা/ বিপদে সাহায্য করা। পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের বিপদে বা সংকটককালে একে অন্যেও সুখ-দুখ উপলব্ধি করে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী পেশাগত সহমর্মিতা

- শিক্ষক-শিক্ষক পেশাগত সহমর্মিতা
- শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে পেশাগত সহমর্মিতা
- শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের মধ্যে পেশাগত সহমর্মিতা

অংশ-খ: পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা **সময়: ৪৫ মিনিট**

সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন পূর্ববর্তী সেশনের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই সেশনে আমরা দলীয় কাজের মাধ্যমে পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

১. তারপর সহায়ক অংশগ্রহণকারিগণকে ৬টি দলে বিভক্ত করবেন। দলসমূহকে শ্রেণিকক্ষের ৬টি আলাদা জায়গায় বসতে বলুন এবং সহায়ক তথ্য ১০.১ অনুযায়ি প্রথম তিনটি দলকে (দল ১-৩) কেসস্টডি-১ এবং শেষ তিনটি দলকে (দল ৪-৬) কেসস্টাডি-২ বিতরণ করুন।

কেসস্টাডি-১

ভৈরব মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জামান স্যার খুবই ভাল মনের একজন মানুষ। তিনি নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। তিনি কখনো কারো সাথে রাগ করেন না। স্কুলের সকল শিক্ষকের বিপদে তিনি এগিয়ে আসেন। স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের সাথেও জামান স্যারের ভাল সম্পর্ক রয়েছে। উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথেও তাঁর ভাল সম্পর্ক রয়েছে। উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জামান স্যারের শ্রেণিপাঠ পরিদর্শন করে পাঠ উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেন। জামান স্যার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার উপদেশমত পাঠের মান উন্নয়নের চেস্টা করেন।

আজ সকাল থেকেই জামান স্যারের শরীরটা ভাল না। কিন্তু তিনি স্কুলে না এসে থাকতে পারেন না। তাই যথা সময়ে তিনি স্কুলে উপস্থিত হলেন। প্রথম পিরিয়ডে পাঠদানকালে জামান স্যার মাথা ঘোরে পড়ে যান। সাথে সাথে সমগ্র বিদ্যালয়ে খবর ছড়িয়ে পরে। শিক্ষকগণ তাঁর সেবা শুশ্রূষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিষয়টি স্কুল কমিটির সভাপতি ও উপজেলা সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবগত করেন। সভাপতি মহোদয়ের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পাশে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য জনাব রমিজ আলী জামান স্যারকে হাস্পাতেলে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান যে, তিনি উপজেলা সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে যাবেন। রমিজ আলী যেন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সভাপতি মহোদয় জামান স্যারের চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নেন।

এদিকে বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষক সামছুন্নাহার স্বইচ্ছায় জামান স্যারের শ্রেণির ক্লাশগুলো পরিচালনার দায়িত্ব নেন। অন্যান্য শিক্ষকগণও জামান স্যার সুস্থ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শ্রেণির পাঠ পরিচালনার কথা বলেন। প্রধান শিক্ষক জামান স্যারের শ্রেণির পাঠসমূহ অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে ভাগ করে দেন।

জামান স্যার হাসপাতালে এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবক ও ডাক্ততারগণের আন্তরিক সেবায় সুস্থ্য হয়ে বিদ্যালয়ে ফিরেন।

কেসস্টাডি-২

জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কামাল স্যার একজন বদরাগী মানুষ। তিনি বিদ্যালয়ের সবার সাথে রেগে কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের সাথেও সব সময় রেগে কথা বলেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নেই।প্রধান শিক্ষকের নিকট তিনি প্রায়ই বিভিন্ন অজুহাতে ছুটি নেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির

সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক নেই। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দেয়া পরামর্শসমূহ অনুযায়ী তিনি পাঠ উন্নয়েনের চেস্টা করেন না। তাঁর পাঠের সমালোচনা তিনি সহ্য করেন না। তাঁর মতে তিনিই এ বিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষক।

আজ সকালে বিদ্যালয়ে আসার পথে তিনি রাস্তায় এক্সিডেন্ট করেন। এক্সিডেন্টের বিষয়টি তিনি মোবাইল ফোনে প্রধান শিক্ষককে জানান। প্রধান শিক্ষক কামাল স্যারের নিয়মিত অজুহাত ভেবে গুরুত্ব দেন না। কামাল সাহেব নিজ দায়িত্বে হাসপাতালে পৌছেন। বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকগণও প্রধান শিক্ষকের মত কামাল সাহেবের নিয়মিত অজুহাত ভেবে কোন খোঁজ খবর নেন না। প্রধান শিক্ষক কামাল সাহেবের অনুপুস্থিতে কামাল সাহেবের নির্ধারিত শ্রেণি পাঠের জন্য অন্যান্য শিক্ষকগণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন শিক্ষক স্বেচ্ছায় তাঁর পাঠ নেয়ার আগ্রহ দেখায় না। তাই বিদ্যালয়ে পাঠদানে সমস্যা তৈরি হয়।

সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁর নিয়মিত একাডেমিক সুপারভিশনের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় পরিদশর্নে আসেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে কামাল সাহেবকে অনুপস্থিত দেখতে পান। প্রধান শিক্ষকে কামাল সাহেবের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁর এক্সিডেন্টের কথা বলেন। কিন্তু তারপরের খোঁজ জানেন না বলে জানান। তাই, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কামাল সাহেবকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যার জন্য পত্র দেন।

২. তারপর দলসমূহকে যার যার দলে প্রদেয় কেসস্টাডিটি পড়ে **'পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহমর্মিতার ক্ষেত্রে সংশি-ষ্টদের ভূমিকা কি ছিল?'** তা দলে আলোচনা করতে বলুন এবং দলীয় মতামতের ভিত্তিতে পোস্টার পেপার তৈরি করতে বলুন। দলীয় কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন।

৩. দলীয় কাজ শেষে সহায়ক কেসস্টাডি-১ এর ১টি দল ও কেসস্টাডি-২ এর জন্য ১টি দলের পোস্টার উপস্থাপনা দেখুন। নির্দিষ্ট দলের উপস্থাপনা শেষে অন্য দলসমূহকে এই উপস্থাপনের বাইরে কোন পয়েন্ট থাকলে তা সংযোজন করতে বলবেন এবং সহায়ক নিজেও প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন ও অংশগ্রহণকারীণর/দলসমূহের ধারণাসমূহ সার-সংক্ষেপ করুন।

সহমর্মিতার গুরুত্বের সম্ভাব্য তালিকা:

- পেশাগত দায়িত্ব স্বাচ্ছন্দে পালনের জন্য সহমর্মিতা অপরিহার্য
- কাজের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য
- সুন্দর কর্ম-পরিবেশ বজায় রাখার জন্য
- শিক্ষার গুণগতমান রক্ষায়
- সময়মত কাজ সম্পন্ন করা
- সম্পর্ক উন্নয়ন
-

অংশ-গ: পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার অনুশীলনে করণীয় **সময়: ২৫ মিনিট**

১. সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন পূর্বের দলীয় কাজের কেসস্টডিতে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহমর্মিতার কী ধরনের অনুশীলন ছিল?
২. ৩/৪ জন অংশগ্রহণকারীগণের কাছে তাদের মতামত শুনুন।
৩. সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলবেন, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অন্যান্য যারা আছেন সবাই মিলে একসাথে কাজ করেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি আমাদের পেশাগত উন্নয়নে এবং আনন্দময় পরিবেশে সফলভাবে কাজ করার জন্য পারস্পরিক সহমর্মিতা বজায় রাখা খুবই জরুরি।
৪. তারপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন- আমরা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কিভাবে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহমর্মিতার চর্চা বজায় রাখতে পারি?
৫. সহায়ক অংশগ্রহণকারিগণকে ৫/৬ মিনিট সময় নিয়ে বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহমর্মিতার চর্চা বজায় রাখার উপায় সমূহ খাতায় লিখতে বলুন।
৬. তারপর সহায়ক ৪/৫ জনের কাছে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহমর্মিতার চর্চা বজায় রাখার উপায়সমূহ শুনবেন এবং বাকিদেরকে নতুন কোন পয়েন্ট/কৌশল থাকলে যোগ করতে বলুন।
৭. সবশেষে সহায়কের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ করুন।

শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতা	সহায়ক তথ্য ০৭

তথ্যপত্র প্রস্তুত করতে হবে

অধিবেশন ০৮	শিক্ষকতা পেশায় সম্পর্ক স্থাপন

সময় : ১:৩০ ঘণ্টা

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষকতা পেশায় কাদের সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে হবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্কস্থাপনের কৌশল নির্ধারণ করে তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: কেসস্টাডি পর্যালোচনা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বোর্ড, তথ্যপত্র

অংশ ক ও খ: পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা, লক্ষ্যদল ও যৌক্তিকতা **সময়: ৪৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন পর্যায়ক্রমিকভাবে:

- পেশাগত সম্পর্ক কী?
- এই সম্পর্ক স্থাপন কাদের মধ্যে ঘটে থাকে?
- কীভাবে এই পেশাগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে?

২. অংশগ্রহণকারীগণের প্রশ্নের উত্তর পর্যায়ক্রমিকভাবে বোর্ডে লিখুন। তাদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পেশাগত সম্পর্কের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

৩. শিক্ষকতা পেশায় কাদের সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে হয় তা জানতে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন এবং কয়েকজনের নিকট হতে উত্তর সংগ্রহ করুন। এ বিষয়ে ধারণা পরিস্কার করার জন্য সহায়ক তথ্যে উপস্থাপিত ছকের সহায়তা নিন। প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়াতে ছকটি উপস্থাপন করে অংশগ্রহণকারীদের বর্ণনার সাথে আপনার ব্যাখ্যা ও আলোচনা যোগ করে ছকটি অনুধাবনে সহায়তা করুন।

৪. অতঃপর অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্ন করুন এবং তাদের উত্তর বোর্ডে লিখুন।

- শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষার্থীর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বা সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথে শিক্ষকের সম্পর্কস্থাপন করতে হয় কেন?

৫. অংশগ্রহণকারীগণের ২/১ জনকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পেশাগত সম্পর্কস্থাপনের গুরুত্ব বলতে বলুন এবং সহায়ক তথ্য (অংশ ক) এর আলোকে আলোচনা দৃঢ় করুন।

অংশ গ: শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্কস্থাপন কৌশল ও তার প্রয়োগ **সময়:**

১. সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, পেশাগত সম্পর্কস্থাপনে কী কৌশল প্রয়োগ করা হয়? শিক্ষকগণ এলোমেলোভাবে অনেকগুলো কৌশল বলবেন এবং এগুলো বোর্ডে একজনকে ডেকে লিখতে বলুন। একেকটি বলবেন আর এটি নিয়ে আলোচনা করবেন, কীভাবে এটি কৌশল? কেমন করে প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে?
সকলের উত্তরগুলো নিয়ে একটি লিস্ট তৈরি করুন।

২. প্রশ্নকরণ ও আলোচনা শেষে সহায়ক তথ্য পড়তে বলুন এবং প্রস্তুতকৃত লিস্টের সাথে মিল করে নতুন কৌশল থাকলে যোগ করুন।

৩. একজন অংশগ্রহণকারীকে পেশাগত কৌশলগুলো সম্পর্কে বলতে বলুন।

অংশ গ: অধিবেশন সমাপ্তি **সময়: ৫ মিনিট**

অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন-

১. একজন শিক্ষকের পেশাগত সম্পর্ক কাদের সাথে গড়ে তোলা প্রয়োজন?

২. ৩/৪ জন অংশগ্রহণকারীর উত্তর শুনুন এবং তারপর জিজ্ঞেস করুন এই পেশাগত সম্পর্ক কীভাবে গড়ে তোলা সম্ভব?

৩. ৩/৪ জন অংশগ্রহণকারীর উত্তর শুনুন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

শিক্ষকতা পেশায় সম্পর্ক স্থাপন	সহায়ক তথ্য ০৮

অংশ ক ও খ : পেশাগত সম্পর্কের ধারণা, লক্ষ্যদল ও যৌক্তিকতা

পেশাগত সম্পর্ক (Rapport building): শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষার্থীর আচরণিক উন্নয়নে শিক্ষকের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথে যে অস্থায়ী সম্পর্ক তাকে এ পেশার পেশাগত সম্পর্ক বলে। শিক্ষার্থীর আচরণিক দিকের বিকাশে এই ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুসমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের কাছে সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা এবং মানসিক আশ্রয় প্রত্যাশা ও সাহায্য কামনা করে। এই প্রত্যাশায় সকলের মনেই স্বস্তি ও প্রশান্তি নিহিত থাকে। এই স্বস্তি ও প্রশান্তি রক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রত্যাশী ব্যক্তিবর্গের সাথে পেশার মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদন্ড বজায় রেখে পেশাগত আচরণ করে। মূলতঃ এই পেশাগত আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়নে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথে শিক্ষকের পেশাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ছক অনুযায়ী পেশাগত সম্পর্কের ব্যাখ্যা-

শিক্ষার্থীর আচরণিক দিক	শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সমস্যা	শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ
বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগিক ও মনোপেশিজ শিখন সম্পর্কিত আচরণ; সামাজিক আচরণ; মনো-সামাজিক আচরণ	শিক্ষার্থীর আচরণিক দিকের সমস্যা	▪ বাবা-মা; অভিভাবক ▪ প্রতিবেশি, বন্ধু ▪ খেলার সাথী ▪ অন্যান্য

শিক্ষকতা পেশায় পেশাগত সম্পর্কস্থাপনের যৌক্তিকতা

প্রত্যেক পেশায়ই পেশাগত সম্পর্কস্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকতা পেশায়ও এই সম্পর্কস্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পেশাগত সম্পর্ক ব্যতীত শিক্ষার্থীর সকল আচরণের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। শুধু বিদালয় পরিবেশেই শিক্ষার্থীর সকল আচরণ বিকশিত হয় না। শিক্ষার্থীর আচরণ উন্নয়নে যেমন পরিবার, বিদ্যালয়, কমিউনিটিসহ সামাজিকীকরণের নানা উপাদান ও পরিবেশ জড়িত। শিক্ষার্থীর শিখন আচরণ উন্নয়নে যেমন বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শ্রেণির সাথী, খেলার সাথী, বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারী, বাবা, মা, অভিভাবক, প্রতিবেশি, উন্নয়ন কর্মী, অভিভাবক বা মা সমাবেশ, বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং প্রতিযোগিতা, এসএমসি প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং এসব কর্মকান্ডে নানাভাবে মিথষ্ক্রিয়া করতে হয় যা তাদের পেশাগত মূল্যবোধ ও পেশাগত নীতিমালা অনুসরণ করে সম্পর্কস্থাপন করতে হয়। পেশাগত সম্পর্কস্থাপনের মধ্যদিয়ে পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথে একটি দায়িত্ববন্ধনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যদিয়ে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহযোগিতামূলক পরিবেশের সৃষ্টি করে যা টেকসই হয়। এই সম্পর্কের কারণে বিদ্যালয়ের প্রতি সকল স্টেকহোল্ডার বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে আমরা অনুভূতি (we feeling) অনুভব করবে।

অংশ গ: শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের পেশাগত সম্পর্কস্থাপন কৌশল

শিক্ষকের রয়েছে কতগুলো পেশাগত মানদন্ড এবং মূল্যবোধ। যা পূর্বের অধিবেশনে জেনেছেন এবং অনুশীলন করেছেন। এই মানদন্ড ও মূল্যবোধের আলোকে প্রত্যেক শিক্ষক তাদের পেশাগত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন।

তাছাড়া শিক্ষক পেশাগত দক্ষতা প্রয়োগ করে দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে সকল কর্মকান্ডে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। সুতরাং শিক্ষার্থীর আচরণিক বিকাশ ও উন্নয়নে শিক্ষককে সর্বদাই সম্পর্কস্থাপন করতে হয় এবং এই পেশাগত সম্পর্কস্থাপনে তাদেরকে কতগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশলগুলো হলো-

- বিদ্যালয়ে প্রথমদিনে শিক্ষার্থীকে সাদরে গ্রহণ করা এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে পরিচিতি করানো;
- শিক্ষার্থীর নাম জানা এবং নাম ধরে ডাকা;
- শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শখ ও এবং প্রত্যাশা জানা এবং প্রোফাইল রেকর্ডে সংরক্ষণ করা;
- শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করা এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করা;
- শিক্ষার্থীর আচারণিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট পজেটিভ ধারণা দেয়া;
- শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট স্বাতন্ত্র ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করা;
- শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষক অত্যন্ত সহজ এবং বন্ধু, নিরাপদ, ভয়হীন, পক্ষপাতহীন, সব কথা বলা যায় এমন আবেগ প্রকাশ করা;
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের বক্তব্য, কোনো সমস্যা ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রকাশ, সহিষ্ণু, সহানুভূতিশীল অনুভূতি প্রকাশ ও প্রয়োগ করা;
- শিক্ষার্থী বা অভিভাবকের আচরণ বিষয়ে কোনো নিন্দাসূচক মন্তব্য, বিচারসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ না করা;
- শিক্ষকের সকল সহায়তার ক্ষেত্রে উদার ও আন্তরিকতার প্রকাশ থাকতে হবে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক অনেক ক্ষেত্রে তাদের মনের ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ ও সিদ্ধান্তের রূপরেখা শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করতে চাইতে পারে সে ক্ষেত্রে কোনরূপ আদেশ সম্বলিত নির্দেশ প্রদান না করা;
- শিক্ষার্থীর অনেক নেতিবাচক আচরণ, সমস্যা এবং গোপনীয় তথ্য শিক্ষক জানতে পারেন যা কখনো অন্যের কাছে প্রকাশ না করা;
- শিক্ষক সর্বদাই শিক্ষার্থীর মঙ্গল চান, সে পারবেই, সে যা হতে চায় তাকে এ বিষয়ে সচেতন করা এবং উদ্বুদ্ধ করা;
- শিক্ষার্থীর ভাল দিকগুলো পরিবারের সদস্যের সাথে সাক্ষাতে বলা;
- শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শ্রেণিতে যাওয়া এবং শ্রেণি কার্যক্রম শেষে সকলের সাথে আগামী ক্লাশে দেখা হবে বলে বিদায় নেয়া;
- শিক্ষার্থী যাতে তার বিভিন্নমুখী অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে এমন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে নিশ্চয়তা বিধান করা;
- শিক্ষার্থীর আবেগ, অনুভূতি এবং সমস্যা প্রকাশের সময় শিক্ষকের আবেগ সংযত রাখা;
- শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর চমৎকার সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানে সর্বদাই তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ এবং বিশ্বাসস্থাপন করা;
- সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীর সাথে সর্বদাই যোগাযোগ রাখা। শিক্ষার্থীদের সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ও খেলাধুলায় শিক্ষকের অংশগ্রহণ;
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং সর্বদাই হাসিমুখে পারস্পরিক আচরণ করা।

অধিবেশন ০৯	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং শিষ্টাচার ও নৈতিকতা

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ধারণা প্রাপ্ত হয়ে তা চর্চা করতে পারবেন;

খ. শিষ্টাচার ও নৈতিকতার ধারণা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী আচরণ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১:৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: কেস-স্টাডি পর্যালোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর

উপকরণ: মাল্টিমিডিয়া/স্মার্ট বোর্ড, তথ্যপত্র, পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড, পুশপিন বোর্ড ও পিন ইত্যাদি।

অংশ-ক: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ধারণা এবং এর চর্চা

অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রশ্ন করুন দুর্নীতি দূর করার জন্য কী করা প্রয়োজন?

১. সম্পুরক প্রশ্নের মাধ্যমে চরিত্রনিষ্ঠ কথাটি অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে বের করে আনুন। চরিত্রনিষ্ঠ হওয়ার জন্য কী কী করা প্রয়োজন?

২. উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৩. মাল্টিমিডিয়ায় শুদ্ধাচার কৌশলের কর্মপরিকল্পনার ছক দেখিয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দিন।

৪. সবশেষে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ হতে ২০ জুন ২০১৭ তারিখে প্রচারিত প্রজ্ঞাপনটি মাল্টিমিডিয়ায় দেখিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানুন।

অংশ-খ: শিষ্টাচার ও নৈতিকতার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষেত্রসমূহ

১. অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রাক ধারণা যাচাই করুন। যেমন-

ক. শিষ্টাচার কী? খ. নৈতিকতা কী?

৩. অতঃপর সহায়ক তথ্যপত্র অনুযায়ী নিম্নের ধারণা মাল্টিমিডিয়া/স্মার্ট বোর্ডে প্রদর্শন করুন।

৪. প্রশ্ন করে শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষেত্র সবার কাছ থেকে শুনুন। প্রশ্ন-

- শিষ্টাচার অবশ্যই অনুসরণীয় এমন ক্ষেত্রসমূহ কী কী?
- শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রয়োজন কেন?

৫. অতঃপর সহায়ক তথ্যপত্র অনুযায়ী ধারণাসমূহ মাল্টিমিডিয়া/স্মার্ট বোর্ডে প্রদর্শন করুন।

৬. প্রশিক্ষণার্থীদের বিবৃত ধারণার সঙ্গে সহায়ক তথ্যপত্রের ধারণার মিল করুন।

অংশ-গ: শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী আচরণ পর্যালোচনা

১. কেস-স্টাডি তিনটি প্রশিক্ষণার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করে পড়তে দিন।

২. পড়া শেষ হলে প্রতিদল হতে দু'একজনকে বলতে বলুন কেস-স্টাডি হতে ব্যক্তির আচরণে শিষ্টাচার ও নৈতিকতা সম্পর্কিত কী কী ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয় রয়েছে।

৩. দল হতে উপস্থাপন পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ পর্যালোচনা করে কাঙ্ক্ষিত আচরণ অনুশীলনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

কেস-স্টাডি: ১

জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা। তিনি সাধারণ নেতাদের থেকে অনেক ক্ষেত্রে আলাদা। সব সময়ই চক চকে রংয়ের পোষাক-আশাক ও জিন্স পড়তে ভালোবাসেন। বয়সও কম। সম্প্রতি তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি নির্বাচিত হয়ে প্রথম সভার দিন বিদ্যালয়ে এসেই প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসে সকল শিক্ষকের সঙ্গে খবরদারী ও যেনতেন আচরণ শুরু করেন। সভায় বসেই মাঝখানে মোবাইলে উচ্চস্বরে আলাপ করছিলেন। এ নিয়ে উপস্থিত উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিনিধি সদস্য কিছু বলতে চাইলে তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন এবং তাঁর কারণেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ধ্বংস হবে বলে মন্তব্য করেন। সভায় বসেই তিনি সিগারেটে আগুন ধরাতে সহকারী শিক্ষিকা প্রীতিকে দিয়াশলাই যোগাড় করে দিতে বলেন। তিনি বিনীতভাবে দিয়াশলাই না থাকার কথা জানালে তাঁকে দেখে নেয়ার ও বদলির হুমকি দেন। এ নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কেস-স্টাডি: ২

একটি অফিসের অফিস সহকারী জনাব মোঃ আবুল হোসেন। তিনি প্রতিদিনই দেরিতে অফিসে আসেন। এ নিয়ে তাঁর বস তাঁকে বহুবার তাগিদ দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে শিক্ষকসহ স্থানীয় সেবা প্রত্যাশীদের বিস্তর অভিযোগ, যেমন- যে কোন কাজ করে দিতে উৎকোচ দাবি করা, আজ-কাল বলে কাজ করে দিতে দেরি করা, নিজে কাজ না করে সহকর্মীদের উপর চাপিয়ে দেয়া, ভুল তথ্য উপস্থাপন করা, বিধি-বিধান না জেনে নথিতে যেনতেন প্রস্তাব দেয়া, কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে অফিস ত্যাগ করা, কেউ ফোন করলে ফোন না ধরা, ধরলেও সালাম বা কোন প্রকার সম্মান না জানিয়ে ফোনে তুই তোকারিসহ বাজে আচরণ করা ইত্যাদি। এ নিয়ে অনেকেই তাঁর বসের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। বস লিখিত কৈফিয়ত তলব করলে তিনি জবাব না দিয়ে অভিযোগকারীদের হুমকি দিচ্ছেন। তাঁর এহেন আচরণের কারণে সকলেই বিরক্ত।

কেস-স্টাডি: ৩

জনাব লিংকন আহমেদ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সম্প্রতি তাঁর প্রতিষ্ঠানে একজন সহকর্মী যোগদান করেছেন। দেখতে সুন্দরী ও স্মার্ট। পোষাকে-আশাকে মার্জিত ও শালীন। কথা বলতে গেলে তিনি সকলকেই সম্মান দিয়ে সুন্দর করে কথা বলেন। পড়াশুনায়ও খুব ভালো। বিশেষ করে ইংরেজিতে তার দক্ষতা প্রশংসনীয়। শ্রেণিতে পড়াতে গেলে মনোযোগ দিয়ে, প্রস্তুতি নিয়ে উপকরণ সহযোগে পাঠ দেন। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি দিন দিন উন্নতির দিকে। শিশুরা খুব খুশি। তাঁর দক্ষতা ও গুণের কারণে প্রধান শিক্ষক তাঁকে বেশ পছন্দ ও প্রশংসা করেন। এ কারণে সহকর্মীদের দু'জন তাঁর প্রতি বেশ ঈর্ষান্বিত। সুযোগ পেলেই অন্যের সঙ্গে তাঁর বদনাম করেন। একজনতো আরেক পুরুষ সহকর্মীকে জড়িয়ে কুৎসা রটনা শুরু করেছেন। এ কারণে নতুন সহকর্মীর বেশ মন খারাপ।

অংশ-ঘ: অধিবেশন সমাপ্তি

১. এই অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলোর রিভিউ করুন;

২. শিখনফল ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং শিষ্টাচার ও নৈতিকতা	সহায়ক তথ্য ০৯

অংশ-ক: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এখানে শুদ্ধাচারের এই অর্থটিকেই গ্রহন করা হয়েছে। ব্যক্তির সমষ্ঠিতেই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রুপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুণ ও অন্যান্য নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সমাজ বিভিন্ন খাত, যথা রাষ্ট্র, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজে বিভিন্ন আইন কানুন, নিয়মনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন ও লালন করে শুদ্ধাচার অনুশীলন করে চলেছে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেছে।

বাংলাদেশের রুপকল্প ২০২১ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র দূর হয়ে দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ' এমন এক শোষনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে, 'যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। কিন্তু কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠাসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দূর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিইও এবং শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসেবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভুমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত - বিচার বিভাগ, আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের নিজস্ব কর্মবৃত্তে যথাক্রমে বিচারকার্য, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহীকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল, যারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠিত এবং যারা বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি অনুসরণ সাপেক্ষে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে তাদের কর্মসম্পাদন করে। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ হিসেবে অভিহিত; যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থাণীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ,

জেরা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই গুরুত্ব প্রদান জরুরি।

রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে তারা হলো:

ক. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান: ১. নির্বাহী বিভাগ, ২.জাতীয় সংসদ, ৩.বিচার বিভাগ, ৪.নির্বাচন কমিশন, ৫. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ৬. সরকারি কর্ম-কমিশন, ৭.মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ৮. ন্যায়পাল, ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন, ১০. স্থানীয় সরকার

খ. অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান: ১. রাজনৈতিক দল, ২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্টান, ৩. এনজিও ও সুশিল সমাজ, ৪. পরিবার, ৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬. গণমাধ্যম।

এই কৌশলটির রুপকল্প হল 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা'- রাষ্ট্র এবং সমাজ হিসেবে এটিই বাংলাদেশের গন্তব্য; আর সেই গন্তব্যে পৌছানোর জন্য রাষ্ট্রে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে জরুরী কাজ। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। এগুলিতে পদ্ধতিগত সংস্কারও সাধন করা হচ্ছে। তবে বর্তমানে এসব কার্যক্রম ও সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও এগুলির একটি সম্মিলিত রুপ প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এই কৌশলটিতে সে উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের কৃত্য, কৃতি, বিবর্তন, বর্তমান অবস্থা ও তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মপরিকল্পনা বিধৃত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকাল হিসেবে স্বল্পমেয়াদ (এক বছরের মধ্যে), মধ্যমেয়াদ (তিন বছরের মধ্যে) এবং দীর্ঘমেয়াদ (পাঁচ বছরের মধ্যে) চিহ্নিতকরা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানগুচ্ছের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছকে কার্যক্রম (Intervention) চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী

মূলতঃ জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই কৌশলটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব, এনজিইও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত। সুশীল সমাজ, শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমের সদস্যগণ পরিষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু'বার সভায় মিলিত হয়ে এবং শুদ্ধাচার বিকেন্দ্রীকৃতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে চিহ্নিত দায়িত্বপালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাতে সহয়তা প্রদান করছে। প্রতি মন্ত্রণালয়ে নৈতিকতা কমিটি ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে এবং সার্বিকভাবে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিতকরণের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও

সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন তাদের জন্য সরকার বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

এই কৌশলটির রূপকল্প হচ্ছে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। বাংলাদেশ ও তার সংগ্রামী মানুয়ের এটিই হল কাখিত গন্তব্য। সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবে তা-ই প্রত্যাশিত। শুদ্ধাচার কৌশলকে এ প্রত্যাশা পূরণের একটি অবলম্বন হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই কৌশলটির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ ও জাতির পিতার স্বপ্ন'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখবে। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ তার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর চর্চা পরিচালিত হচ্ছে।

অংশ-খঃ শিষ্টাচার ও নৈতিকতা

মূলত ভদ্র ও মার্জিত আচরণই শিষ্টাচার। একজন ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তির আচার ব্যবহার, কথা বার্তা, চাল-চলন ও কাজকর্মে যে মিষ্টতা, নম্রতা ও মার্জিত রুচির প্রকাশ পায় তার সমষ্টিগত অবস্থাকে এক কথায় আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার বলা হয়। শিষ্টাচারের আর একটি দিক হচ্ছে আমি যে ধরণের আচরণ অন্যের কাছে প্রত্যাশা করি, আমারও উচিৎ সে ধরণের আচরণ অন্যের সাথে করা। আচরণে ভদ্রতা ও সুরুচিবোধের যৌক্তিক মিলনের নাম শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনের সৌন্দর্যের বাহ্য উপস্থাপনা। মানুষের মার্জিততম প্রকাশ ঘটে সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে। যে মানুষ যত বেশি শিষ্ট তার প্রিয়তাও তত বেশি। আর এই শিষ্টতা তার চরিত্রকে করে আকর্ষণীয়। অর্ন্তগত মহত্ব মানুষকে উদার করে। আর সেই উদারতা ব্যক্তিকে রুঢ় করে না, তাকে শিষ্ট আর ভদ্র হতে শেখায়। মানুষের মাঝে এই মহত্বের পরিশীলিত প্রকাশই শিষ্টতা।

নৈতিকতা নীতি শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। নীতি অর্থ কোন সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক নির্ধারিত আইন বা নিয়ম কানুন। নেতিকতার সাধারণ অর্থ সততা বা ন্যায়পরায়নতা্ অর্থাৎ সততা, নিষ্ঠা ও শৃংখলাবোধ এর সমন্বিত গুণটির নাম হচ্ছে নৈতিকতা। এটি এমনই একটি বিষয় যা শুধু অনুধাবন করা সম্ভব। একে ধরা ছোয়াঁ যায় না বা পরিমাপ করা যায় না। প্রশাসক বা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারির সততা, ন্যায়পরায়নতা, মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্যবোধ ইত্যাদি নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত।

একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রুচিসম্মত আচরণকে আমরা প্রশাসনিক শিষ্টাচার বলতে পারি। প্রশাসনে শিষ্টাচারকে Two way traffic বলা যায়। অধঃস্তন কর্মকর্তা- কর্মচারীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা, সম্মান ইত্যাদি পেতে হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকেও কিছু গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। যেমন-বুদ্ধিমত্তা, উত্তমমানের স্মৃতিশক্তি, বাগ্মিতা, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতা, উচ্ছল ও প্রানবন্ত, ধৈর্য, বিনয় এবং হিংসা ও সংকীর্ণতা পরিহার ইত্যাদি। প্রশাসনে শিষ্টাচার তথা নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণিত গুণাবলি থাকা আবশ্যক

ক. সুষ্টিকর্তাকে ভয় করা;
খ. প্রয়োজনে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করা;
গ. ন্যায়পরায়ন হওয়া;
ঘ. জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য লাভ করা;
ঙ. গঠনমূলক সমালোচনার প্রতি সহনশীল হওয়া;
চ. অস্থিরতা পরিহার করা।

প্রশাসনে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

প্রশাসন পরিচালনার জন্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান থাকা সত্বেও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আইনসম্মত বিধি-বিধান প্রশাসনিক নৈতিকতার সীমা নির্দেশ করে দেয়। যা প্রকৃত অর্থে প্রশাসনিক অঙ্গণে

নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। তা ছাড়া আইন-কানুনের বাইরেও সচেতন কর্ম প্রচেষ্টা নৈতিক মূল্যবোধর জন্ম দেয়। যা প্রশাসনে খুব জরুরি। কারণ নৈতিকতার গুণে-

ক. অফিসের সুনাম বজায় থাকে;

খ. দায়িত্ব পালন যথাযথ হয়;

গ. আদেশ ও নিষেধের প্রতি যত্নবান হওয়া যায়

ঘ. উর্ধ্বতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অধঃস্তনের প্রতি ক্ষমাশীল ও সহমর্মীতাবোধ জাগ্রত করে;

ঙ. অফিসের কাজের গোপনীয়তা বজায় রাখা যায়;

চ. রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকা যায়;

ছ. দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায়;

জ. জনগণের ভালবাসা পাওয়া যায়;

ঝ. সর্বোপরি একজন সরকারী কর্মচারীর নৈতিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

অংশ-গ: শিষ্টাচারের ব্যপ্তি বা ক্ষেত্র

ক. দাপ্তরিক শিষ্টাচার: একজন কর্মকর্তার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে তার শিষ্টাচার ও নৈতিকতার উপর। এরা ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হন। এদের অধিনস্থরা হয় খুবই আন্তরিক ও সুশৃংখল। তাই দাপ্তরিক কাজে শিষ্টাচার একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ।

খ. সামাজিক শিষ্টাচার: সমাজে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের লোকের বসবাস। পরস্পরের দেখাসাক্ষাতে কুশল বিনিময় ও যুক্তিপূর্ণ আচরণ, সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও ভালবাসার মাধ্যমে সামাজিক সম্পৃতি বৃদ্ধি পায় এবং নিজ নিজ অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

গ. কথাবার্তায় শিষ্টাচার: একজন দক্ষ প্রশাসকের অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করা খুবই জরুরি। উচ্চারণ পরিস্কার, বাচনভঙ্গি সুন্দর ও আকর্ষনীয় হতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কথায় ভুল ধরা বা অধস্তন কর্মচারীদের কথায় ত্রুটি আবিস্কার করা শিষ্টাচার বিরোধী।

ঘ. ভ্রমণকালীন শিষ্টাচার: ভ্রমণকালে কাউকে আসন থেকে তুলে দিয়ে নিজে আসন গ্রহন শিষ্টাচার পরিপন্থী। অবশ্য অধস্তন কর্মচারী/কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সম্মানে আসন ছেড়ে দিলে সে আসনে বসতে দোষ নেই।

ঙ. টেলিফোন শিষ্টাচার: টেলিফোন করা এবং রিসিভ করার ক্ষেত্রেও শিষ্টাচার রয়েছে। এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ফোন এলে বা তাঁর নিকট ফোন করলে তিনি যতক্ষণ লাইন বিচ্ছিন্ন না করেন ততক্ষণ ফোন না রাখাই শিষ্টাচারের অংশ।

চ. পত্র লিখনে শিষ্টাচার ঃ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লেখার ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও বিনয় প্রকাশ করতে হয়। বক্তব্য সুস্পষ্ট ও স্ব-ব্যাখ্যাত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছ. অনুষ্ঠানাদিতে শিষ্টাচার ঃ এগিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে নিজের পদবিসহ নাম বলে সৌজন্য বিনিময়, পরিচয় ও আলাপ করা চমৎকার ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। স্ব স্ব পদমর্যাদা সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে এবং সেভাবে উর্ধ্বতন, বয়স্ক ও অধঃস্তন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করতে হবে। প্রধান অতিথি আসন গ্রহণের পর আসন গ্রহন এবং খাবার গ্রহনের পর খাবার গ্রহন করতে হবে। কোন দম্পতিকে পরিচয় করিয়ে দিতে হলে প্রথমে স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

জ. পোশাক পরিচ্ছদে শিষ্টাচার: অফিস আদালতে এবং অনুষ্ঠানাদিতে যোগদানকালে সকল কর্মচারীকে পোশাক সংক্রান্ত বিধিমালা অনুসরণ শিষ্টাচরের অঙ্গ। সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদের পেশাগত ও বানিজ্যিক মূল্য ছাড়াও

যথেষ্ট সামাজিক মূল্য রয়েছে। এটি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে তোলে। পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত হতে হবে। সরকারি পোশাক দুই ধরনের:

১। আনুষ্ঠানিক সরকারি পোশাক

- পায়জামা, আচকানসহ পাঞ্জাবী/শেরওয়ানী, মোজাসহ জুতা;
- টাইসহ স্যুট, মোজাসহ জুতা;
- মহিলাদের শাড়ী;

২। নৈমিত্তিক সরকারি পোশাক

- সাফারি স্যুট (অর্ধ/পুরা হাত) অথবা ট্রাউজার ও বুশ শার্ট (অর্ধ/পুরা হাত) অথবা ট্রাউজার ও ট্রাউজারের ভিতরে গুটানো শার্ট (অর্ধ/পুরা হাত) অথবা কমবিনেশন স্যুট অথবা শেরওয়ানীর সাথে পায়জামা বা ট্রাউজার;
- কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও ক্রীড়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে পোশাক বিধি শিথিলযোগ্য;

পোশাক সম্পর্কে যা বর্জনীয়:

- চপ্পল, স্যান্ডেল বা মোজা ছাড়া জুতা পরা;
- পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা (আচকান পরা যেতে পারে);
- খেয়াল খুশিমত রংয়ের পোশাক পরা;
- ফুলহাতা শার্টের আস্তিন গুটানো;
- শার্টের উপরের দিকে বোতাম খোলা রাখা;
- অপরিচ্ছন্ন, দুমরানো- মাচরানো পোশাক পরা।

ঝ. প্রশাসনিক শিষ্টাচার

- অফিসে সময়মত উপস্থিত হওয়া;
- সভায়, প্রশিক্ষণে বা শ্রেণিকক্ষে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাতের সময় মোবাইল ফোন সাইলেন্ট/বন্ধ রাখা;
- বস অফিস ত্যাগ না করা পর্যন্ত অফিসে থাকা এবং জরুরি প্রয়োজনে আবশ্যক হলে অনুমতিসাপেক্ষে অফিস ত্যাগ করা;
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বক্তব্যের বিরোধিতা না করে বিনয়ের সঙ্গে বলা যায় 'আমিও আপনার সাথে একমত তবে আমার মনে হয় বিষয়টি.....';
- বস বা উধ্বতন কর্মকর্তার দোষত্রুটি সম্পর্কে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা;
- বস বা উর্ধ্বতনদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে সাক্ষাৎ করা হতে বিরত থাকা। তবে সৌজন্য সাক্ষাৎ ভদ্রতা;
- বস বা সিনিয়র কর্মকর্তা রুমে বা সভাস্থলে আগমনের সময় দাড়িঁয়ে সম্মান প্রদর্শন এবং বিদায়ের সময় এগিয়ে দেয়া;
- কোন সভায় সভাপতির অনুমতি ছাড়া কথা না বলা, পাশের জনের সাথে কথা না বলা;
- জেষ্ঠ্য ব্যক্তি বা মহিলাদের সম্মান জানানো এবং তাঁদের দাঁড়িয়ে রেখে নিজে না বসা;
- নিজের আচরণ ও পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সচেতন থাকা;
- সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রবণতা এবং অন্যের কৃতিত্ব অবৈধভাবে গ্রহন করার প্রবনতা পরিহার করা;

- না বলার কৌশল (আর্ট) জানা এবং আবশ্যক ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথে অসম্মতি জ্ঞাপন করা;
- নিজের যোগ্যতা জাহির করার জন্য অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকা;
- অধঃস্তনদের উদ্যোগে বাধা না দিয়ে সঠিকভাবে তা পরিচালনা করা উচিৎ;
- নিজের কাজের প্রচার না করে নীরবে কাজ করে যান;
- উচ্চস্বরে কথা বলবেন না, তা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ;
- দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী মনে করা থেকে বিরত থাকা;
- অন্যের সামান্যতম সাহায্য ও সহযোগিতা সৌজন্য প্রদর্শনের জবাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা;
- হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা। উত্তেজিত হলে মানুষ অসঙ্গতিপূর্ণ ও অশালীন কথাবার্তা বলে যা ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে।

শিষ্টাচার ও নৈতিকতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে এর পরবর্তী বিকাশ নির্ভর করে। সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা শিষ্টাচারের অন্তরায়, যা প্রতিনিয়ত মানবিক মূল্যবোধগুলো ধ্বংস করে সমাজকে করে তুলতে পারে নিঃস্ব রিক্ত সর্বশান্ত। এ থেকে পরিত্রান পেতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সুস্থতা ও সমৃদ্ধি অর্জনে আমাদের শিষ্টাচারের চর্চা করা উচিৎ।